ইসলামে প্রতিবেশীর অধিকার

ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

Contents

ইসলামে প্রতিবেশীর অধিকার

ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

Contents

প্রকাশক

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

নওদাপাড়া, রাজশাহী-৬২০৩

হাফাবা প্রকাশনা-৮৪

ফোন ও ফ্যাক্স : ০২৪৭-৮৬০৮৬১

মোবাইল-০১৮৩৫-৪২৩৪১০, ০১৭৭০৮০০৯০০।

حقوق الجار في الإسلام

تأليف : د. محمد كبير الإسلام

الناشر : حديث فاؤنديشن بنغلاديش

(مؤسسة الحديث للطباعة والنشر)

প্রকাশ কাল

রবীউল আউয়াল ১৪৪০ হিঃ

অগ্রহায়ণ ১৪২৫ বাং

নভেম্বর ২০১৮ খ্রিঃ

কম্পোজ

হাদীছ ফাউণ্ডেশন কম্পিউটার্স

মুদ্রণ

হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস

নওদাপাড়া (আম চত্বর)

সপুরা, রাজশাহী।

নির্ধারিত মূল্য

২৫ (পঁচিশ) টাকা মাত্র।

Islame Protibeshir Adikar by **Dr. Muhammad Kabirul Islam**. Published by : **HADEETH FOUNDATION BANGLADESH**. Nawdapara, Rajshahi, Bangladesh. Ph & Fax : 88-0247-860861. Mob: 01835-423410, 01770800900 E-mail : tahreek@ymail.com. Web : www. ahlehadeethbd.org.

Contents

সূচীপত্র (المحتويات)

প্রসঙ্গ কথা

সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকে মানুষ পরস্পর একতাবদ্ধ হয়ে বসবাস করে আসছে। বাড়ীর পাশাপাশি বসবাসকারী আত্মীয় বা অনাত্মীয় লোকজনই প্রতিবেশী। মানুষের সুখে-দুঃখে, বিপদে-আপদে এরাই সর্বাগ্রে এগিয়ে আসে এবং সহযোগিতার হাত সম্প্রসারিত করে। কাজেই প্রতিবেশীর সাথে সদাচরণ করা যরূরী। প্রতিবেশীর সাথে সম্পর্ককে সৌহার্দ্যপূর্ণ, আন্তরিক ও সহানুভূতিশীল করার লক্ষ্যে ইসলাম বিশেষভাবে নির্দেশ দিয়েছে। এই নির্দেশ প্রতিটি মানুষের জন্য অবশ্য পালনীয়। এই গ্রন্থে প্রতিবেশীর পরিচয়, প্রকারভেদ, তাদের সাথে সদাচরণের গুরুত্ব, ফযীলত, তাদের অধিকার সমূহ এবং তাদের সাথে অসদাচরণের পরিণাম প্রভৃতি বিষয়ে দলীলভিত্তিক আলোচনা করা হয়েছে। সেই সাথে কবীরা গোনাহগার, ভ্রান্ত আক্বীদা-বিশ্বাস সম্পন্ন ও বিধর্মী প্রতিবেশীর সাথে কিরূপ আচার-ব্যবহার করতে হবে, সে বিষয়েও আলোকপাত করা হয়েছে। বইটি পাঠকের উপকারে আসবে ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা কবুল করুন এবং একে আমাদের নাজাতের অসীলা হিসাবে মঞ্জুর করুন-আমীন!

-বিনীত লেখক

Contents

প্রতিবেশীর পরিচয়

প্রতিবেশী অর্থ পড়শি, প্রতিবাসী, নিকবর্তী স্থানে বসবাসকারী ইত্যাদি।[১] প্রতিবেশীর আরবী প্রতিশব্দ جـــار এবং ইংরেজী প্রতিশব্দ Neighbour। পারিভাষিক অর্থে- A person who lives next to you or near you 'তোমার পার্শ্বে কিংবা সন্নিকটে বসবাসকারী লোক'।[২] অর্থাৎ ঘরবাড়ী অথবা কর্মক্ষেত্রে পাশাপাশি অবস্থানকারীরা পরস্পর প্রতিবেশী। আবার বৃহত্তর ক্ষেত্রে পাশাপাশি দেশের অধিবাসীরাও পরস্পর প্রতিবেশী।

ইবনু মানযূর বলেন, وهو مَنْ جاورك جوارًا شرعيًا سواء كان مســـلمًا أو كافرًا، برًا أو فاجرًا، صديقًا أو عدوًّا، محسناً أو مسيئاً، نافعًا أو ضارًا، قريبًا أو أجنبيًا، بلـــديًّا أو غريبًـــا. 'প্রতিবেশী হচ্ছে যে ব্যক্তি বৈধভাবে তোমার পার্শ্বে অবস্থান করছে, সে মুসলিম হোক বা কাফের, পুণ্যবান হোক বা পাপী, বন্ধু হোক বা শত্রু, দানশীল হোক বা কৃপণ, উপকারী হোক বা অনিষ্টকারী, আত্মীয় হোক বা অনাত্মীয়, দেশী হোক বা বিদেশী'।[৩]

হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, وَاسْمُ الْجَارِ يَشْمَلُ الْمُسْلِمَ وَالْكَافِرَ وَالْعَابِدَ وَالْفَاسِقَ وَالصَّدِيقَ وَالْعَدُوَّ وَالْغَرِيبَ وَالْبَلَدِيَّ وَالنَّافِعَ وَالضَّارَّ وَالْقَرِيبَ وَالْأَجْنَبِيَّ وَالْـــأَقْرَبَ دَارًا وَالْأَبْعَـــدَ 'প্রতিবেশীর মধ্যে মুসলমান-কাফের, ইবাদতকারী-পাপী, বন্ধু-শত্রু, দেশী-প্রবাসী, উপকারী-অনিষ্টকারী, পরিচিত-অপরিচিত, বাড়ীর নিকটবর্তী ও দূরবর্তী সকলেই অন্তর্ভুক্ত'।[৪]

প্রতিবেশী গণ্য হওয়ার সীমা

কত দূর এলাকার অধিবাসীরা প্রতিবেশী হিসাবে গণ্য হবে এ সম্পর্কে বিভিন্ন অভিমত পাওয়া যায়। যেমন- (১) হাসান (রাঃ) বললেন, أربعين داراً أمامه، وأربعين خلفه، وأربعين عن يمينه، وأربعين عن يساره. অর্থাৎ নিজের

---

১. *বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান, (ঢাকা : বাংলা একাডেমী ঢাকা, ২০১২), পৃঃ ৭৮১।*
২. *A S Hornby, Oxford Advanced Learner's Dictionary, (New York : Oxford University Press, p. 1024.*
৩. *ইবনুল মানযূর, লিসানুল আরব ৪/১৫৩-৫৪ পৃঃ।*
৪. *ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ), ফৎহুল বারী (বৈরূত : দারুল মা'রিফাহ, ১৩৭৯ হিঃ), ১০/৪৪১ পৃঃ।*

ঘর হ'তে সম্মুখের চল্লিশ ঘর, পশ্চাতের চল্লিশ ঘর, ডান দিকের চল্লিশ ঘর এবং বাম পার্শ্বের চল্লিশ ঘর' (এর অধিবাসী লোকজনই প্রতিবেশী হিসাবে গণ্য)।[৫] (২) কেউ বলেন, চারিদিকের দশ ঘর প্রতিবেশী হিসাবে গণ্য হবে। (৩) কেউ বলেন, যে ব্যক্তি ডাক শুনতে পায় সে প্রতিবেশী। (৪) কারো মতে, যে অতি নিকটে বা পাশাপাশি থাকে সে প্রতিবেশী। (৫) কেউ বলেন, প্রতিবেশী হচ্ছে যারা একই মসজিদে সমবেত হয়।[৬]

প্রতিবেশীর প্রকারভেদ

দূরত্বের বিবেচনায় প্রতিবেশী দু'প্রকার : ১. নিকটবর্তী প্রতিবেশী ২. দূরবর্তী প্রতিবেশী *(নিসা ৪/৩৬)*। ধর্মীয় ও আত্মীয়তার সম্পর্কের দিক দিয়ে প্রতিবেশী ৩ প্রকার। যথা- ১. মুসলিম আত্মীয় প্রতিবেশী, ২. মুসলিম অনাত্মীয় প্রতিবেশী ৩. অমুসলিম প্রতিবেশী।

আচার-আচরণের দৃষ্টিতে প্রতিবেশী দুই প্রকার। ১. উত্তম প্রতিবেশী ও ২. নিকৃষ্ট প্রতিবেশী। উত্তম প্রতিবেশী সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ: الْمَسْكَنُ الْوَاسِعُ، وَالْجَارُ الصَّالِحُ، وَالْمَرَاكَبُ الْهَنِيْءُ- 'একজন মুসলমানের জন্য খোলামেলা বাড়ী, প্রশস্ত বাসভবন, সৎপ্রতিবেশী ও আরামদায়ক বাহন সৌভাগ্য স্বরূপ'।[৭]

হকের বিবেচনায় প্রতিবেশীকে কয়েক ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

১. মুসলিম নিকটতর প্রতিবেশী। তার তিনটি হক রয়েছে। মুসলিম হিসাবে, নিকটতর হিসাবে ও প্রতিবেশী হিসাবে। ২. মুসলিম দূরবর্তী প্রতিবেশী। তার দু'টি হক রয়েছে। মুসলিম হিসাবে ও প্রতিবেশী হিসাবে। ৩. অমুসলিম নিকটতর প্রতিবেশী। তার দু'টি হক রয়েছে। নিকটতর হিসাবে ও প্রতিবেশী হিসাবে। ৪. অমুসলিম দূরবর্তী প্রতিবেশী। তার শুধু একটি হক রয়েছে। সেটা প্রতিবেশী হিসাবে।[৮]

মোটকথা, প্রতিবেশীর সীমা প্রতিটি এলাকার প্রচলিত রীতি অনুযায়ী নির্ধারিত হবে। কেননা শরী'আতের নিয়ম হচ্ছে, যে ব্যাপারে শরী'আতে সাধারণ কোন নির্দেশনা ও বিধি-বিধান বর্ণনা করা হয়নি সে ব্যাপারটি 'উরফ বা প্রচলিত রীতির প্রতি প্রত্যাবর্তিত হবে।[৯]

---

৫. আল-আদাবুল মুফরাদ হা/১০৯, সনদ হাসান।
৬. মুহাম্মাদ ইবনু ইবরাহীম আল-হামদ, আত-তাক্বছীর ফী হুকূকিল জার, ১/১ পৃঃ।
৭. আল-আদাবুল মুফরাদ হা/১১৬; ছহীহ আত-তারগীব হা/১৯১৪, ২৫৭৬, সনদ ছহীহ।
৮. তাফসীর কুরতুবী ৫/১৮৪ পৃঃ; ফৎহুল বারী ১০/৪৪১ পৃঃ।
৯. শিহাবুদ্দীন মাহমূদ আল-আলূসী, রূহুল মা'আনী, ৫/২৯ পৃঃ; আল্লামা শাওকানী, ফাতহুল কাদীর ১/৭৪৩।

প্রতিবেশীর প্রয়োজনীয়তা

ইসলাম মানবতার ধর্ম। যা মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সুসম্পর্ক, সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি স্থাপনের জন্য নির্দেশ দেয়। আর এ সম্পর্ক বৃদ্ধির জন্য একে অপরকে সহযোগিতা করা, সালাম প্রদান, উপহার-উপঢৌকন আদান-প্রদান, বিপদ-মুছীবতে সহমর্মিতা প্রকাশ, অন্যায়-অপকর্ম থেকে বিরত রাখার জন্য উপদেশ ও নছীহত প্রদান এবং সর্বোপরি মুসলমানদের হক আদায় করা আবশ্যক। এর মাধ্যমে সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা বিরাজ করে এবং সমাজ থেকে ফিৎনা-ফাসাদ দূরীভূত হয়।

পরস্পরের অধিকার যথাযথভাবে আদায় করলে ব্যক্তি ও সমাজ যারপরনাই উপকৃত হয়। মানুষ দুনিয়াতে নানা বিপদাপদ ও বালা-মুছীবতের শিকার হয়। সে স্বয়ংসম্পূর্ণ না হওয়ায় এসব থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য অন্যের মুখাপেক্ষী ও শরণাপন্ন হয়। কষ্ট-ক্লেশ, অভাব-অনটন ইত্যাদি ক্ষেত্রে মানুষের সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন হয়।

মানুষের নিকটে পরিবার-পরিজন ও নিকটাত্মীয়দের পর সবচেয়ে কাছের লোক হচ্ছে প্রতিবেশী। অনেক ক্ষেত্রে তারা আত্মীয়দের চেয়েও সহযোগিতায় অগ্রগামী হয়। হঠাৎ বিপদ-মুছীবতে এগিয়ে আসে ও বিপদ দূর করতে সর্বাত্মক চেষ্টা করে। দুর্যোগে তারাই আশ্রয় দেয়। এসব থেকে প্রতিবেশীর প্রয়োজনীয়তা সহজেই অনুমিত হয় এবং তাদের হকও অনুধাবন করা যায়। প্রতিবেশীরা কতটা সহযোগী ও সহমর্মী হয় তা আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীছ থেকে প্রতীয়মান হয়।-

আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি একবার উরওয়াহ (রাঃ)-এর উদ্দেশ্যে বললেন, ভাগ্নে! আমরা নতুন চাঁদ দেখতাম, আবার নতুন চাঁদ দেখতাম। এভাবে দু'মাসে তিনটি নতুন চাঁদ দেখতাম। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কোন ঘরেই আগুন জ্বালানো হ'ত না।[১০] উরওয়াহ (রাঃ) বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, খালা! আপনারা তাহ'লে বেঁচে থাকতেন কিভাবে? তিনি বললেন, দু'টি কালো জিনিস অর্থাৎ খেজুর ও পানিই শুধু আমাদের বাঁচিয়ে রাখত। কয়েক ঘর আনছার রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রতিবেশী ছিল। তাঁদের কিছু দুগ্ধবতী উটনী ও বকরী ছিল। তাঁরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জন্য দুধ হাদিয়া পাঠাত। তিনি আমাদের তা পান করতে দিতেন'।[১১]

---

১০. 'দু'মাসে তিনটি চাঁদ দেখতাম'-এর অর্থ হচ্ছে দ্বিতীয় মাসের শেষে পরবর্তী মাসের শুরুতে তথা তৃতীয় মাসের চাঁদের কথা বলা হয়েছে। বস্তুতঃ এর দ্বারা তৃতীয় মাসের আগমন বুঝানো হয়েছে। যেমনভাবে আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে সাঈদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। দ্রঃ ফৎহুল বারী, ১১/২৯৩ পৃঃ।

১১. বুখারী হা/২৫৬৭, 'হিবা ও এর ফাযীলত' অনুচ্ছেদ, হা/৬৪৫৮, ৬৪৫৯; মুসলিম হা/২৯৬২।

প্রতিবেশীর সাথে সদাচরণের গুরুত্ব

প্রতিবেশীর ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ)-কে জিবরীল (আঃ) বার বার তাকীদ করতেন। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَا يُوْصِيْنِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ. 'জিবরীল (আঃ) এসে আমাকে প্রতিবেশীর ব্যাপারে অবিরত উপদেশ দিতে থাকতেন। এমনকি মনে হ'ত যে, হয়তো তিনি প্রতিবেশীকে উত্তরাধিকারী বানিয়ে দিবেন'।[১২] প্রতিবেশীর সাথে সদাচরণের গুরুত্বের কতিপয় দিক নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল।-

১. প্রতিবেশীর সাথে সদাচরণ করা আল্লাহ্র নির্দেশ : মহান আল্লাহ নিকট ও দূরবর্তী সকল প্রতিবেশীর সাথে সদাচরণ করার নির্দেশ দিয়েছে তিনি বলেন, وَاعْبُدُوا اللهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِيْنِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ- 'আর তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক কর না। পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর এবং আত্মীয় পরিজন, ইয়াতীম, মিসকীন, আত্মীয় প্রতিবেশী, অনাত্মীয় প্রতিবেশী, পার্শ্ববর্তী সাথী, পথের সাথী ও তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যাদের মালিক (দাস-দাসী), তাদের সাথে সদ্ব্যবহার কর' *(নিসা ৪/৩৬)*।

২. প্রতিবেশীর সাথে সদাচরণ করা ঈমানের পরিচায়ক : প্রতিবেশীর সাথে উত্তম ব্যবহার করা বা সদাচরণ করা ঈমানদারিতার পরিচয় বহন করে। আবু শুরাইহ আল-আদবী বলেন,

سَمِعَتْ أُذُنَاىَ وَأَبْصَرَتْ عَيْنَاىَ حِيْنَ تَكَلَّمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ،

'নবী করীম (ছাঃ) যখন কথা বলছিলেন, তখন আমার দু'কান শুনছিল ও আমার দু'চোখ দেখছিল। তিনি বলছিলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিবসের উপর বিশ্বাস রাখে, সে যেন তার প্রতিবেশীকে সম্মান করে'।[১৩] অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُحْسِنْ إِلَى جَارِهِ، 'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিবসের উপর বিশ্বাস রাখে, সে যেন তার প্রতিবেশীর সাথে উত্তম আচরণ করে'।[১৪]

---

১২. *বুখারী হা/৬০১৪-১৫; মুসলিম হা/২৬২৫; মিশকাত হা/৪৯৬৪।*
১৩. *বুখারী হা/৬০১৯।*
১৪. *মুসলিম হা/৪৮; ইবনু মাজাহ হা/৩৬৭২।*

ঈমানের পরিপূর্ণতার বিভিন্ন আলামত বা নিদর্শন আছে। তন্মধ্যে প্রতিবেশীর সাথে সদাচরণ করা অন্যতম। রাসূল (ছাঃ) বলেন, وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًـــا– 'তুমি তোমার প্রতিবেশীর সাথে উত্তম ব্যবহার কর, তাহ'লে তুমি মুমিন হ'তে পারবে'।[১৫]

৩. প্রতিবেশীর সাথে সদাচরণকারী আল্লাহ্র নিকটে উত্তম ব্যক্তি : যে ব্যক্তি তার প্রতিবেশীর সাথে উত্তম ব্যবহার করে সে আল্লাহ্র নিকটে উত্তম ব্যক্তি হিসাবে গণ্য হয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, خَيْرُ الأَصْحَابِ عِنْــدَ اللهِ خَيْــرُهُمْ لِصَاحِبِهِ وَخَيْرُ الْجِيْرَانِ عِنْدَ اللهِ خَيْرُهُمْ لِجَارِهِ– 'আল্লাহ্র নিকটে সেই সঙ্গী উত্তম যে নিজ সঙ্গীদের নিকটে উত্তম। আর আল্লাহ্র নিকটে সেই প্রতিবেশী উত্তম, যে নিজ প্রতিবেশীদের নিকটে উত্তম'।[১৬]

৪. উত্তম প্রতিবেশী সৌভাগ্যের বিষয় : প্রতিবেশীর সাথে উত্তম আচরণের মাধ্যমে সর্বোত্তম প্রতিবেশী হওয়ার চেষ্টা করা উচিত। কারণ উত্তম প্রতিবেশীকে সৌভাগ্যের কারণ বলা হয়েছে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, أَرْبَعٌ مِنَ السَّعَادَةِ: الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، وَالْمَسْكَنُ الْوَاسِعُ، وَالْجَارُ الصَّالِحُ، وَالْمَرْكَبُ الْهَنِيءُ، 'সৌভাগ্যের বিষয় চারটি; সতী-সাধ্বী স্ত্রী, প্রশস্ত বাড়ী, সৎকর্মশীল প্রতিবেশী ও আরামদায়ক বাহন'।[১৭]

প্রতিবেশীকে কষ্ট দেওয়া হারাম

প্রতিবেশীর সাথে উত্তম ব্যবহার করা যেমন আবশ্যক, তেমনি তাকে কষ্ট দেওয়া হারাম। আল্লাহ বলেন, وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوْا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًـــا مُبِينًـــا– 'অপরাধ না করা সত্ত্বেও যারা মুমিন পুরুষ ও নারীদের কষ্ট দেয়, তারা মিথ্যা অপবাদ ও প্রকাশ্য পাপের বোঝা বহন করে' *(আহযাব ৩৩/৫৮)*।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ. قِيْلَ : مَنْ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ : الَّذِيْ لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ– 'আল্লাহ্র কসম! সে মুমিন

১৫. তিরমিযী হা/২৪৭৫; মিশকাত হা/৫১৭১; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৭২।
১৬. তিরমিযী হা/১৯৪৪; মিশকাত হা/৪৯৮৭; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১০৩।
১৭. ছহীহ ইবনে হিব্বান হা/৪০৩২; ছহীহ আত-তারগীব হা/২৫৭৬; ছহীহাহ হা/২৮২।

নয়, আল্লাহ্‌র কসম! সে মুমিন নয়, আল্লাহ্‌র কসম! সে মুমিন নয়। জিজ্ঞেস করা হ'ল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! কে সেই ব্যক্তি? তিনি বললেন, যার অনিষ্ট থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ থাকে না'।[১৮]

তিনি আরো বলেন, وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يُؤْذِ جَـــارَهُ 'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়'।[১৯]

প্রতিবেশীকে কষ্টদানের মাধ্যম সমূহ

মানুষ নিজ প্রতিবেশীকে বিভিন্নভাবে কষ্ট দিয়ে থাকে। দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও আচার-আচরণের মাধ্যমে প্রতিবেশীকে কষ্ট দেওয়া হয়ে থাকে। তন্মধ্যে কয়েকটি উপকরণ নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল।-

১. জিহ্বার মাধ্যমে কষ্ট দেওয়া : গীবত-তোহমত, গালিগালাজ, কুৎসা রটনা, অভিশাপ দেওয়া প্রভৃতির মাধ্যমে প্রতিবেশীকে কষ্ট দেওয়া হয়ে থাকে। এসব থেকে বিরত থাকা যরূরী। রাসূল (ছাঃ) বলেন, لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ وَلاَ اللَّعَّانِ وَلاَ الْفَاحِشِ وَلاَ الْبَذِىءِ، 'মুমিন কখনো দোষারোপকারী ও নিন্দাকারী হ'তে পারে না, অভিসম্পাতকারী হ'তে পারে না, অশ্লীল কাজ করে না এবং কটুভাষীও হয় না'।[২০] সুতরাং কোন মুমিনের পক্ষে তার প্রতিবেশীকে এরূপ কাজের মাধ্যমে কষ্ট দেওয়া অসমীচীন।

২. চোখের মাধ্যমে কষ্ট দেওয়া : প্রতিবেশীর দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধান করা বা তাকে অপমান-অপদস্ত করা অথবা আত্মতৃপ্তি লাভের লক্ষ্যে তার দিকে উঁকি-ঝুকি মারা প্রতিবেশীকে কষ্ট দেওয়ার শামিল। এটা দেওয়ালের পাশ থেকে তাকানো, ছাদের উপর থেকে দেখা, ক্যামেরায় ছবি তোলা ইত্যাদি মাধ্যমে হ'তে পারে। অন্যের দোষ-ত্রুটি ও গোপনীয় বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করা ও তার গৃহাভ্যন্তরে উঁকি-ঝুকি মারার ব্যাপারে ইসলামে কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করা হয়েছে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, لَوْ أَنَّ امْرَأً اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ، فَخَذَفْتَهُ بِعَصَاةٍ، فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ جُنَاحٌ، 'যদি কোন ব্যক্তি অনুমতি ব্যতিরেকে তোমার দিকে উঁকি মারে আর তখন তুমি তাকে

---

১৮. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৯৬২; ছহীহুল জামে' হা/৭১০২।
১৯. বুখারী হা/৫৬৭২; আবূদাউদ হা/৫১৫৬।
২০. তিরমিযী হা/১৯৭৭; মিশকাত হা/৪৮৪৭; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩২০; ছহীহুল জামে' হা/৫৩৮১।

লাঠি দিয়ে আঘাত করে তার চক্ষু উপড়ে ফেল, এতে তোমার কোন অপরাধ হবে না'।[২১] অন্যত্র তিনি বলেন, مَنِ اطَّلَعَ فِى بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَقَدْ حَلَّ لَهُمْ أَنْ يَفْقَئُوْا عَيْنَـــهُ، 'যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের গৃহে তাদের অনুমতি না নিয়ে উঁকি মেরে দেখে সে ব্যক্তির চোখে (ঢিল ছুঁড়ে) তাকে কানা করে দেওয়া তাদের জন্য বৈধ হয়ে যায়'।[২২] তিনি আরো বলেন, مَنِ اطَّلَعَ فِىْ بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَفَقَئُوْا عَيْنَهُ فَلاَ دِيَةَ لَهُ وَلاَ قِصَاصَ، 'যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের গৃহে তাদের অনুমতি না নিয়ে উঁকি মারে আর তারা তার চক্ষু নষ্ট করে ফেলে তবে এর জন্য কোন দিয়াত (রক্তমূল্য) বা ক্বিছাছ নেই'।[২৩]

৩. কানের মাধ্যমে কষ্ট দেওয়া : অপরের কথা শোনার জন্য কান পাতা বা আড়ি পাতা অথবা তাদের কথা রেকর্ডিং করে শ্রবণ করা। এর মাধ্যমে তাদের কষ্ট দেওয়া। রাসূল (ছাঃ) বলেন, وَمَنِ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثِ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُوْنَ أَوْ يَفِرُّوْنَ مِنْهُ، صُبَّ فِىْ أُذُنِهِ الآنُكُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، 'যে কেউ কোন এক দলের কথার দিকে কান লাগায়। অথচ তারা এটা অপসন্দ করে অথবা তারা তার থেকে পলায়নপর (গোপনীয়তা অবলম্বন করতে চায়)। ক্বিয়ামতের দিন তার উভয় কানে সীসা ঢেলে দেয়া হবে'।[২৪]

৪. ব্যভিচারের মাধ্যমে কষ্ট দেওয়া : এটা হচ্ছে প্রতিবেশীর স্ত্রী, সন্তান বা পরিজনের সাথে ব্যভিচার করা। এটা একদিকে জঘন্য খেয়ানত; অপরদিকে প্রতিবেশীর প্রতি সীমাহীন যুলুম। সমাজে তাকে লাঞ্ছনা ও অপমানের মধ্যে নিমজ্জিত করা হয়। হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم أَىُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ قَالَ أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهْوَ خَلَقَكَ. قُلْتُ إِنَّ ذَلِكَ لَعَظِيمٌ، قُلْتُ ثُمَّ أَىُّ قَالَ وَأَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ تَخَافُ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ. قُلْتُ ثُمَّ أَىُّ قَالَ أَنْ تُزَانِىَ حَلِيلَةَ جَارِكَ.

---

২১. বুখারী হা/৬৯০২; মুসলিম হা/২১৫৮।
২২. বুখারী, 'তরজমাতুল বাব'; মুসলিম হা/২১৫৮; নাসাঈ হা/৪৮৬০; ছহীহুল জামে' হা/৬০৪৭।
২৩. নাসাঈ হা/৪৮৬০; ছহীহুল জামে' হা/৬০৪৬।
২৪. বুখারী হা/৭০৪২; আবূদাউদ হা/৫০২৪; তিরমিযী হা/১৭৫১; মিশকাত হা/৪৪৯৯।

'আব্দুল্লাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহ্‌র কাছে কোন গুনাহটি সবচেয়ে বড়? তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক করা অথচ তিনিই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। আমি বললাম, এটা নিশ্চয়ই অনেক বড় গুনাহ। আমি বললাম, এরপর কোন্‌টি? তিনি বললেন, তোমার সন্তানকে হত্যা করা এই ভয়ে যে, সে তোমার সঙ্গে আহার করবে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এরপর কোন্‌টি? তিনি বললেন, প্রতিবেশীর স্ত্রীর সঙ্গে ব্যভিচার করা'।[২৫]

৫. হাতের মাধ্যমে কষ্ট দেওয়া : প্রতিবেশীকে বা তার সন্তানদের মারধর করে অথবা তার সম্পদ চুরি করে কিংবা ময়লা-আবর্জনা বা পশু-পাখির মল-মূত্র প্রতিবেশীর বাড়ীর সামনে বা চলাচলের পথে ফেলে রেখে ইত্যাদি নানাবিধ মাধ্যমে প্রতিবেশীকে কষ্ট দেওয়া হয়। সেকারণ রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، 'প্রকৃত মুসলিম সেই ব্যক্তি, যার হাত ও যবান থেকে অন্য মুসলিম নিরাপদে থাকে'।[২৬] তিনি আরো বলেন, لأَنْ يَسْرِقَ مِنْ عَشْرَةِ أَهْلِ أَبْيَاتٍ أَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَسْرِقَ مِنْ جَارِهِ. 'কোন ব্যক্তির দশ ঘরের লোকজনের বস্তু-সামগ্রী চুরি করা তার প্রতিবেশীর ঘরে চুরি করার চেয়ে লঘুতর'।[২৭]

৬. পায়ের মাধ্যমে কষ্ট দেওয়া : প্রতিবেশীর বাড়ীতে অনুমতি ব্যতীত অথবা অসময়ে প্রবেশ করা। এতে প্রতিবেশী অনেক সময় বিব্রতকর অবস্থায় পড়ে যায়। কারো বাড়ীতে প্রবেশের পূর্বে অবশ্যই অনুমতি নিতে হবে। আল্লাহ বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ- 'হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদের গৃহ ব্যতীত অন্যের গৃহে প্রবেশ করো না, যতক্ষণ না তোমরা অনুমতি নিবে এবং এর বাসিন্দাদের সালাম দিবে। এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর' *(নূর ২৪/২৭)*।

সুতরাং কারো বাড়ীতে প্রবেশের পূর্বে অনুমতি না নিলে তাকে কষ্ট দেওয়া হয়। তেমনি অসময়ে প্রবেশ করলেও তাদের কষ্ট হয়। তাই প্রতিবেশীকে এভাবে কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে।

---

২৫. বুখারী হা/৪৪৭৭, ৬০০১; মুসলিম হা/৮৬।
২৬. বুখারী হা/১০; মুসলিম হা/৪০।
২৭. আল-আদাবুল মুফরাদ হা/১০৩; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৬৫।

Contents

৭. সম্পদের মাধ্যমে কষ্ট দেওয়া : প্রতিবেশীর সম্পদ বিনষ্ট করা অথবা অন্যায়ভাবে তা গ্রাস করার মাধ্যমে তাকে কষ্ট দেওয়া। আল্লাহ বলেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلاَ تَقْتُلُوْا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا، وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيْهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيْرًا–

'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা একে অপরের মাল অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করো না, তোমাদের পারস্পরিক সম্মতিতে ব্যবসা ব্যতীত। আর তোমরা একে অপরকে হত্যা করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি দয়াশীল। যে কেউ সীমালংঘন ও যুলুমের বশবর্তী হয়ে এরূপ করবে, তাকে শীঘ্রই আমরা জাহান্নামে প্রবেশ করাবো। আর সেটা আল্লাহ্র জন্য খুবই সহজ' *(নিসা ৪/২৯-৩০)*।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنْ الأَرْضِ ظُلْمًا فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِيْنَ. 'যে ব্যক্তি অত্যাচার করে অর্ধহাত যমীন দখল করেছে, নিশ্চয়ই ক্বিয়ামতের দিন অনুরূপ সাতটি যমীন তার কাঁধে ঝুলিয়ে দেয়া হবে'।[২৮] সুতরাং প্রতিবেশীর সম্পদ বিনষ্ট, সম্পদ আত্মসাৎ ও জবরদখল করা থেকে সার্বিকভাবে বিরত থাকতে হবে। এতে ইহকাল ও পরকালে কল্যাণ লাভ করা যাবে।

৮. শব্দ দূষণের মাধ্যমে কষ্ট দেওয়া : বর্তমানে আধুনিক প্রযুক্তির অপব্যবহারের মাধ্যমে প্রতিবেশীকে কষ্ট দেওয়া হয়ে থাকে। যেমন মাইক ও ডেকসেটে উচ্চ আওয়াজে গান বাজানো অথবা রেডিও, টেলিভিশন উচ্চশব্দে চালানো কিংবা মাইক্রোফোনে অপ্রয়োজনীয় কথা বলা ইত্যাদি। বর্তমানে সামাজিক বিভিন্ন অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে উচ্চ আওয়াজে মাইক বা সাউন্ড বক্স বাজানো হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে সারা রাত্রি ধরে বিকট শব্দে এসব বাজানো হয়ে থাকে। ফলে প্রতিবেশীদের সীমাহীন কষ্ট হয়। এতে তাদের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে, রোগীর বিশ্রামে বাধা সৃষ্টি হয়, পরস্পরের সাথে অতি প্রয়োজনীয় কথা বলায় বিঘ্ন ঘটে। এমনকি শেষ রাত্রে ইবাদতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়।

---

২৮. বুখারী হা/৩১৯৮; মুসলিম হা/১৬১০; মিশকাত হা/২৯৩৮।

৯. দুর্গন্ধের মাধ্যমে কষ্ট দেওয়া : সংযুক্ত গৃহ বা বাড়ীর পাশে ধূমপান করা এবং দুর্গন্ধ ছড়ানো কিংবা বিরক্তিকর গন্ধযুক্ত জিনিস যেমন মৃত প্রাণী, ড্রেনের ময়লা, সেফটি ট্যাংকের ময়লা, বাড়ীর আবর্জনা ইত্যাদি প্রতিবেশীর বাড়ীর পাশে বা গেটের সামনে ফেলে রেখে তাকে কষ্ট দেওয়া। অথবা এমন জিনিস বাড়ীর পাশে ফেলে রাখা যা রোগ জীবাণু ছড়ায়। এসব কাজ থেকে বিরত থাকা একান্ত যরূরী।

১০. প্রতিবেশীর বিপদে আনন্দ প্রকাশ করে কষ্ট দেওয়া : প্রতিবেশীর বিপদে তাকে সাহায্য করার পরিবর্তে আনন্দ প্রকাশ করা এবং তার অসহায় অবস্থায় তাকে আশ্রয় না দিয়ে উল্লাস করার মাধ্যমে তাকে কষ্ট দেওয়া। এমনকি অনেকে প্রতিবেশীর বিপদে খুশী হয়ে মিষ্টি বিতরণও করে থাকে।

উপরোক্ত কারণ ছাড়াও আরো কিছু বিষয় রয়েছে। যেমন- প্রতিবেশীর জমির পাশে গাছ লাগানো যাতে গাছের ছায়ায় জমির ফল-ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অথবা দেওয়ালের পাশে গাছ লাগানো যাতে গাছের পানি পড়ে দেওয়াল বিনষ্ট হয়। বাড়ীর পাশে গভীর গর্ত তৈরী করা যাতে বাড়ীর মাটি ভেঙ্গে গর্তে পতিত হয়। দেওয়ালের পাশে গভীর খাদ তৈরী করা যাতে দেওয়াল ভেঙ্গে যায়। জমির আইল কেটে নিজের জমি বড় করার চেষ্টা করা। তার কাপড়-চোপড় শুকানোর জন্য রৌদ্রে ছড়িয়ে দেওয়ার পর সেগুলোতে পানি ঢেলে ভিজিয়ে দেওয়া বা ময়লা কিছু ফেলে কাপড় নষ্ট করে দেওয়া। বাতাস বন্ধ করা এবং রৌদ্র যাতে না লাগে সেজন্য বাড়ীর পাশে উঁচু দেওয়াল নির্মাণ করা ইত্যাদির মাধ্যমে কষ্ট দেওয়া হয়। এছাড়া প্রতিবেশীর গোপনীয় বিষয় প্রকাশ করে দেওয়ার মাধ্যমে তাকে কষ্ট দেওয়া হয়ে থাকে। আবার অনেক ক্ষেত্রে চলাচলের রাস্তা সংকীর্ণ বা বন্ধ করে দেওয়ার মাধ্যমেও কষ্ট দেওয়া হয়। অতএব যেকোনভাবেই কষ্ট দেওয়া হৌক না কেন তা থেকে বিরত থাকা অত্যাবশ্যক।

প্রতিবেশীর অধিকার সমূহ

প্রতিবেশীর নানাবিধ অধিকারের কথা কুরআন ও হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। সেই অধিকার সমূহ মুমিনদেরকে যথাযথভাবে আদায় করার চেষ্টা করতে হবে। তাহ’লে সমাজ সুন্দর হবে। নিম্নে উল্লেখযোগ্য কতিপয় অধিকার বিধৃত হ’ল।-

১. উত্তম ব্যবহার পাওয়ার অধিকার :

প্রতিবেশী আত্মীয় হোক অথবা অনাত্মীয়, মুসলিম হোক অথবা অমুসলিম, যে কোন অবস্থায় সাধ্যানুযায়ী তাদের সাহায্য-সহায়তা করা ও তাদের

খোঁজ-খবর নেয়া যরূরী। তাদের সাথে উত্তম আচরণ করা আল্লাহ্র নির্দেশ। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَاعْبُدُوا اللهَ وَلاَ تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِيْنِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالاً فَخُوْرًا-

'আর তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর, তাঁর সাথে কাউকে শরীক কর না। পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর এবং নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম, মিসকীন, নিকটবর্তী প্রতিবেশী ও দূরবর্তী প্রতিবেশী, সহকর্মী, পথিক ও দাস-দাসীর সাথে ভাল ব্যবহার কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ অহংকারী-দাম্ভিককে পসন্দ করেন না' *(নিসা ৪/৩৬)*। এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা পিতামাতার সাথে ভাল ব্যবহারের নির্দেশ দানের পাশাপাশি নিকটবর্তী ও দূরবর্তী প্রতিবেশীর সাথেও উত্তম ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছেন। কেননা প্রতিবেশীরাই মানুষের বিপদ-আপদে সর্বাগ্রে এগিয়ে আসে। তাই তাদের সাথে ভাল আচরণ করা সকলের জন্য অবশ্য কর্তব্য। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُحْسِنْ إِلَى جَارِهِ. 'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন তার প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার করে'।[২৯]

প্রতিবেশীর সাথে সদাচরণ করার মধ্যেই আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর ভালবাসা নিহিত আছে। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُّحِبَّ اللهُ وَرَسُوْلَهُ أَوْ يُحِبَّهُ اللهُ وَرَسُوْلُهُ فَلْيُصْدِقْ حَدِيْثَهُ إِذَا حَدَّثَ وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اُؤْتُمِنَ وَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ- 'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ভালবাসা পেয়ে খুশি হ'তে চায় সে যেন সদা সত্য কথা বলে, আমানত রক্ষা করে এবং প্রতিবেশীর সাথে ভাল ব্যবহার করে'।[৩০]

২. প্রতিবেশীর সাথে ঝগড়া-বিবাদ না করা :

প্রতিবেশীর সাথে কোন বিষয় নিয়ে বাক-বিতণ্ডা ও ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হওয়া উচিত নয়। কেননা এতে উভয়ের মাঝে সম্পর্কের অবনতি ঘটে।

---

২৯. ইবনু মাজাহ হা/৩৬৭২; ছহীহ আত-তারগীব হা/২৫৬৫; ছহীহুল জামে' হা/৬৫০১; আল-আদাবুল মুফরাদ হা/১০২।

৩০. মিশকাত হা/৪৯৯০, সনদ হাসান।

তাছাড়া এর জন্য ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র সামনে বিচারের সম্মুখীন হ'তে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, أَوَّلُ خَصْمَيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جَارَانِ– 'ক্বিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম ঝগড়াটে দুই প্রতিবেশীর মোকদ্দমা পেশ করা হবে'।[৩১]

৩. প্রতিবেশীকে নির্যাতন করে গৃহত্যাগে বাধ্য না করা :

প্রতিবেশীকে কষ্ট দেওয়া ও নির্যাতন করে গৃহত্যাগে বাধ্য করা অতি বড় গোনাহের কাজ। এমর্মে বর্ণিত হয়েছে, আবু আমের হিমছী বর্ণনা করেন, ছাওবান (রাঃ) প্রায়ই বলতেন,

مَا مِنْ رَجُلَيْنِ يَتَصَارِمَانِ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ، فَيُهْلِكُ أَحَدُهُمَا، فَمَاتَا وَهُمَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الْمُصَارِمَةِ، إِلاَّ هَلَكَا جَمِيْعاً، وَمَا مِنْ جَارٍ يَظْلِمُ جَارَهُ وَيُقْهِرُهُ، حَتَّى يَحْمِلَهُ ذَلِكَ عَلَى أَنْ يَّخْرُجَ مِنْ مَنْزِلِهِ، إِلاَّ هَلَكَ.

'যখন দু'ব্যক্তি তিন দিনের বেশী সময় ধরে সম্পর্কচ্ছেদ করে থাকে, তখন তাদের একজনের সর্বনাশ হয়ে যায়। আর যদি দু'জনই সম্পর্কছিন্ন অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তবে তাদের উভয়েরই সর্বনাশ হয়। আর যে প্রতিবেশী তার কোন প্রতিবেশীকে নির্যাতন করে বা তার সাথে নিষ্ঠুর আচরণ করে যাতে সে ব্যক্তি গৃহত্যাগে বাধ্য হয়, সে ব্যক্তি নিশ্চিত ধ্বংসের মধ্যে পতিত হয়'।[৩২]

৪. প্রতিবেশীকে হাদিয়া দেওয়া :

উপহার-উপঢৌকন আদান-প্রদানে পরস্পরের মধ্যে ভালবাসা সৃষ্টি হয়। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, تَهَادُوْا تَحَابُّوْا– 'পরস্পরকে উপহার দাও। এতে তোমাদের মধ্যে ভালবাসা সৃষ্টি হবে'।[৩৩] আনাস (রাঃ) বলতেন, يَا بَنِـــيَّ، تَبَاذَلُوْا بَيْنَكُمْ، فَإِنَّهُ أَوَدُّ لِمَا بَيْـــنَكُمْ، 'হে বৎসগণ! তোমরা পরস্পরের জন্য অর্থ-সম্পদ ব্যয় করবে, এতে তোমাদের মধ্যে সম্পর্ক ঘনিষ্টতর হবে'।[৩৪]

হাদিয়া প্রদানের ক্ষেত্রে নিকটতম প্রতিবেশীকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি বললাম, يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لِى جَارَيْنِ، فَـــإِلَى

---

৩১. আহমাদ, মিশকাত হা/৫০০০; ছহীহুল জামে' হা/২৫৬৩, সনদ হাসান।
৩২. আল-আদাবুল মুফরাদ হা/১২৭, সনদ ছহীহ।
৩৩. আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৫৯৪, সনদ হাসান।
৩৪. আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৫৯৫, সনদ ছহীহ।

–أَيُّهِمَا أُهْدِى قَالَ إِلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَابًا ‘হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! আমার দু’জন প্রতিবেশী আছে। আমি তাদের কার নিকট উপঢৌকন পাঠাব? রাসূল (ছাঃ) বললেন, ‘যার দরজা (বাড়ী) তোমার বেশী নিকটবর্তী’।[৩৫] অন্য বর্ণনায় আছে, তিনি বলেন, بِأَدْنَاهُمَا بَابًا ‘যার দরজা অধিকতর সন্নিকটে’।[৩৬]

বাড়ীতে ভাল কোন খাদ্য বা তরকারী রান্না করা হ’লে তাতে প্রতিবেশীকে শরীক করা রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশ। তিনি আবু যর (রাঃ)-কে বলেন, يَا أَبَا ذَرٍّ إِذَا طَبَخْتَ مَرَقَةً فَأَكْثِرْ مَاءَهَا وَتَعَاهَدْ جِيْرَانَكَ– ‘হে আবু যর! যখন তুমি কোন তরকারী পাক করবে, তখন তাতে একটু বেশী পানি দিয়ে ঝোল বাড়াও এবং তোমার প্রতিবেশীকে পৌঁছাও’।[৩৭] অন্য বর্ণনায় আছে, وَإِذَا صَنَعْتَ مَرَقَةً فَأَكْثِرْ مَاءَهَا ثُمَّ انْظُرْ أَهْلَ بَيْتٍ مِنْ جِيْرَانِكَ فَأَصِبْهُمْ مِنْهُ بِمَعْرُوْفٍ، ‘যখন ঝোল পাকাবে তখন তাতে পানি বেশী করে দিবে, তৎপর প্রতিবেশীর প্রতি লক্ষ্য করবে ও তা স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাদের মাঝে বিতরণ করবে’।[৩৮] তিনি আরো বলেন, إِذَا طَبَخْتَ مَرَقَةً فَأَكْثِرْ مَاءَ الْمَرَقَةِ وَتَعَاهَدْ جِيْرَانَكَ أَوْ اَقْسِمْ فِيْ جِيْرَانِكَ، ‘যখন ঝোল পাকাও, তখন তাতে পানি বেশী করে দিবে এবং তা প্রতিবেশীদের মাঝে বিতরণ করবে’।[৩৯]

বাড়ীতে ভাল খাবার তৈরী হ’লে এবং তা প্রতিবেশীদের দেওয়া হ’লে তাদের সাথে আন্তরিকতা ও মহব্বত বৃদ্ধি পায়। সেজন্য তরকারীতে ঝোল বেশী দিতে বলেছেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরও বলেন, إِذَا طَبَخْتَ قِدْرًا فَأَكْثِرْ مَرَقَتَهَا، فَإِنَّهُ أَوْسَعُ لِلأَهْلِ وَالْجِيْرَانِ. ‘যখন তুমি হাড়িতে কিছু (তরকারী) পাকাবে তখন তাতে ঝোল বেশী করে দিবে। কেননা পরিবার ও প্রতিবেশীর জন্য যথেষ্ট হবে’।[৪০]

---

৩৫. বুখারী, হা/২২৫৯; আল-আদাবুল মুফরাদ হা/১০৭-১০৮।
৩৬. আবূদাঊদ হা/৫১৫৫, সনদ ছহীহ।
৩৭. বুখারী হা/৬০১৪-১৫; মুসলিম হা/২৬২৪।
৩৮. আল-আদাবুল মুফরাদ হা/১১৩; ছহীহুল জামে‘ হা/৩৭৭৯।
৩৯. মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৩৭; আল-আদাবুল মুফরাদ হা/১১৪।
৪০. আত-তা‘লীকাতুল হাসান হা/৫১৪; ছহীহাহ হা/১২৬৮।

এমনকি প্রতিবেশী ভিন্ন ধর্মের হ'লেও উত্তম আচরণ পাবার অধিকারী। সুতরাং বাড়ীতে কোন ভাল জিনিস তৈরী হ'লে কিংবা পশু-পাখি যবেহ করা হ'লে তার গোশ্ত মুসলমান প্রতিবেশীর ন্যায় বিধর্মী প্রতিবেশীর বাড়ীতেও প্রেরণ করা উচিত। যেমন একবার আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ)-এর বাড়ীতে তাঁর বালক ভৃত্য একটি ছাগলের চামড়া ছাড়াচ্ছিল। তিনি বললেন, হে বৎস! কাজ শেষ করে আমাদের ইহুদী প্রতিবেশী হ'তে (গোশ্ত বিতরণ) শুরু করবে। তখন সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি বলে উঠল, কি ইহুদী? আল্লাহ আপনাকে সংশোধন করে দিন। তিনি বললেন, আমি নবী করীম (ছাঃ)-কে প্রতিবেশী সম্পর্কে উপদেশ প্রদান করতে শুনেছি।[৪১]

৫. প্রতিবেশীর জন্য নিজের পসন্দনীয় বস্তু এখতিয়ার করা :

মুমিনের জন্য কর্তব্য হ'ল নিজের জন্য যা পসন্দ করবে, প্রতিবেশীর জন্যও তাই পসন্দ করবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ لاَ يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُحِبَّ لِجَارِهِ أَوْ قَالَ لأَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ– 'আল্লাহ্র শপথ! তোমাদের মধ্যে কেউ পূর্ণ ঈমানদার হ'তে পারবে না, যতক্ষণ নিজের জন্য যা পসন্দ করে তা প্রতিবেশী অথবা তার ভাইয়ের জন্য তা পসন্দ না করবে'।[৪২]

৬. প্রতিবেশীকে অভুক্ত রেখে নিজে ভুরিভোজ না করা :

দুঃখ-দৈন্য, অভাব-অনটন মানব জীবনের নিত্যসঙ্গী। এসব দিয়ে আল্লাহ মানুষকে পরীক্ষা করেন। আবার ধনী-দরিদ্রও আল্লাহ করে থাকেন। সুতরাং দরিদ্রদের প্রতি ধনীদের কর্তব্য রয়েছে। ধনীদের জন্য দরিদ্রদের খোঁজ-খবর নেওয়া যরূরী। তদ্রূপ দরিদ্র প্রতিবেশীর খোঁজ-খবর নেওয়াও আবশ্যক। প্রতিবেশী অভুক্ত থাকলে তাকে খাদ্য না দিয়ে নিজে পেট পুরে খাওয়া প্রকৃত ঈমানদারের পরিচয় নয়। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,–لَيْسَ الْمُؤْمِنُ الَّذِىْ يَشْبَعُ وَجَارُهُ جَائِعٌ إِلَى جَنْبِهِ 'ঐ ব্যক্তি (পূর্ণ) মুমিন নয়, যে পেট পুরে খায় আর তার পাশেই তার প্রতিবেশী অভুক্ত থাকে'।[৪৩] শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) বলেন,

---

৪১. আল-আদাবুল মুফরাদ হা/১২৮, সনদ ছহীহ।
৪২. মুসলিম হা/৪৫; ছহীহুল জামে' হা/২৪১৫, ৭০৮৬।
৪৩. মিশকাত, হা/৪৯৯১; আল-আদাবুল মুফরাদ হা/১১২; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৪৯।

وفي الحديث دليل واضح على أنه يحرم على الجار الغني أن يـــدع جيرانـــه جائعين، فيجب عليه أن يقدم إليهم ما يدفعون به الجوع، و كـــذلك مـــا يكتسون به إن كانوا عراة، و نحو ذلك من الضروريات.

‘এ হাদীছে স্পষ্ট প্রমাণ আছে যে, ধনী প্রতিবেশীর উপরে প্রতিবেশীকে ক্ষুধার্ত রাখা হারাম। অতএব তার জন্য ওয়াজিব হচ্ছে তাদেরকে এমন বস্তু প্রদান করা যার মাধ্যমে তারা ক্ষুধা নিবারণ করতে পারে। তদ্রূপ তারা বস্ত্রহীন থাকলে তাদেরকে বস্ত্র দান করা। অনুরূপভাবে অন্যান্য প্রয়োজন ও যরূরতের ক্ষেত্রেও (তাদের সহযোগিতা করা)’।[৪৪]

অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, أَفْضَلُ الأَعْمَالِ أَنْ تَدْخُلَ عَلَى أَخِيْكَ الْمُـــؤْمِنِ سُرُوْرًا أَوْ تَقْضِيَ عَنْهُ دَيْنًا أَوْ تُطْعِمَـــهُ خُبْـــزًا– ‘উত্তম আমল হচ্ছে তোমার মুমিন ভাইয়ের কাছে হাসি-খুশীভাবে প্রবেশ করা, তার প্রয়োজন পূর্ণ করা এবং তাকে রুটি (খাদ্য) খাওয়ানো’।[৪৫] এ হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, প্রতিবেশীর দিকে খেয়াল রাখা যরূরী। সেই সাথে প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত হ’লে তাকে সাধ্যমত খাদ্য দান করতে হবে।

৭. প্রতিবেশীর দাওয়াত কবুল করা :

সমাজের মানুষের মধ্যে সুসম্পর্ক ও আন্তরিকতা সামাজিক বন্ধনকে সুদৃঢ় করে। পরস্পরকে দাওয়াত দিলে এই সম্পর্ক ও হৃদ্যতা বৃদ্ধি পায়। আর দাওয়াত কবুল করা রাসূলের নির্দেশও বটে। তিনি বলেন, إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ وَإِنْ شَاءَ تَـــرَكَ. ‘যখন তোমাদের কাউকে খাবারের জন্য দাওয়াত দেওয়া হয়, তখন সে যেন তাতে সাড়া দেয় বা দাওয়াত কবুল করে। অতঃপর ইচ্ছা হ’লে সে খাবে আর না হ’লে সে ছেড়ে দিবে’।[৪৬] অন্য বর্ণনায় এসেছে, إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَلْيُجِـــبْ فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ يَعْنِى الـــدُّعَاءَ. ‘যখন তোমাদের কাউকে খাবারের জন্য আহ্বান জানানো হয়, তখন সে তাতে সাড়া দিবে। যদি সে ছায়েম হয়, তাহ’লে সে দো‘আ করবে’।[৪৭]

---

৪৪. সিলসিলা ছহীহাহ ১/১৪৮ পৃঃ।
৪৫. ছহীহুল জামে‘ হা/১০৯৬; ছহীহাহ হা/১৪৯৪, ২৭১৫।
৪৬. মুসলিম হা/১৪৩০; মিশকাত হা/৩২১৭।
৪৭. তিরমিযী হা/৭৮০; ইবনু মাজাহ হা/১৭৫০, সনদ ছহীহ।

মুসলমানের ছয়টি হকের অন্যতম হচ্ছে দাওয়াত কবুল করা। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন,

حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ. قِيْلَ مَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ إِذَا لَقِيْتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللهَ فَشَمِّتْهُ وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ.

'একজন মুসলমানের উপর অন্য মুসলমানের ছয়টা হক আছে। বলা হ'ল সেগুলি কি হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! তিনি বললেন, তার সাথে সাক্ষাৎ হ'লে সালাম দিবে; তোমাকে দাওয়াত দিলে কবুল করবে; পরামর্শ চাইলে সুপরামর্শ দিবে; হাঁচি দিয়ে আল-হামদুলিল্লাহ বললে 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বলবে; অসুস্থ হ'লে দেখতে যাবে এবং মারা গেলে জানাযায় শরীক হবে'।[৪৮]

৮. প্রতিবেশীর সুবিধা-অসুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখা :

প্রতিবেশীর সুবিধা-অসুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখা ইসলামের নির্দেশ। এমনকি নিজের কিছুটা ক্ষতি হ'লেও প্রতিবেশীর সুবিধা করে দেওয়া ও তার অসুবিধা সৃষ্টি না করার নির্দেশ দিয়েছে ইসলাম। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, لاَ يَمْنَعْ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِيْ جِدَارِهِ– 'তোমাদের কেউ যেন প্রতিবেশীকে দেওয়ালের সাথে খুঁটি গাড়তে নিষেধ না করে'।[৪৯]

৯. প্রতিবেশীর জান-মাল, ইয্যত-আব্রু হেফাযত করা :

প্রতিবেশীর মান-সম্মানের প্রতি লক্ষ্য রাখা যেমন যরূরী, তেমনি প্রতিবেশীর ধন-সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ করাও অবশ্য কর্তব্য। রাসূল (ছাঃ) বলেন, الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، 'প্রকৃত মুসলিম সে ব্যক্তি যার হাত ও যবান থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদে থাকে'।[৫০] অন্য হাদীছে এসেছে, মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ (রাঃ) বলেন,

سَأَلَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَصْحَابَهُ: عَنِ الزِّنَا؟ قَالُوْا حَرَامٌ، حَرَّمَهُ اللهُ وَرَسُوْلُهُ، فَقَالَ لأَنْ يَزْنِيَ الرَّجُلُ بِعَشْرِ نِسْوَةٍ أَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَزْنِيَ

৪৮. মুসলিম হা/২১৬২; মিশকাত হা/১৫২৫।
৪৯. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৯৬৪, 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়।
৫০. বুখারী হা/১০; মুসলিম হা/৪০।

بِامْرَأَةِ جَارِهِ، وَسَأَلَهُمْ عَنِ السَّرَقَةِ؟ قَالُوْا حَرَامٌ، حَرَّمَهَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُوْلُهُ، فَقَالَ: لأَنْ يَسْرِقَ مِنْ عَشْرَةِ أَهْلِ أَبْيَاتٍ أَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَسْرِقَ مِنْ جَارِهِ.

'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদা তাঁর ছাহাবীগণকে ব্যভিচার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তারা বলেন, হারাম; আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ) তা হারাম করেছেন। তখন তিনি বললেন, কোন ব্যক্তি দশজন নারীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হ'লেও তা তার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া অপেক্ষা লঘুতর (পাপ)। অতঃপর তিনি বললেন, কোন ব্যক্তির দশ ঘরের লোকজনের বস্তু-সামগ্রী চুরি করা তার প্রতিবেশীর ঘরে চুরি করার চেয়ে লঘুতর'।[৫১]

১০. প্রতিবেশীর অসুস্থতায় দেখতে যাওয়া ও সেবা করা :

রোগাক্রান্ত ও অসুস্থ হ'লে মানুষ অসহায় ও শয্যাশায়ী হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় কোথাও যেতে পারে না। বিছানায় শুয়ে শুয়ে তার সময় কেটে যায়। এমতাবস্থায় কেউ পাশে গিয়ে সান্ত্বনা দিলে সে স্বস্তি বোধ করে। অনুরূপভাবে অসুস্থ প্রতিবেশীকে দেখতে গেলে তাকে সে আপন মনে করে। এজন্য অসুস্থ ব্যক্তির খোঁজ-খবর নেয়া মুসলমানের অন্যতম দায়িত্ব। রোগীর দেখা-শোনা ও সেবা-শুশ্রূষাকে ইসলাম অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,-أَطْعِمُوا الْجَائِعَ وَعُوْدُوا الْمَرِيْضَ وَفُكُّوا الْعَانِىَ- 'ক্ষুধার্তকে খাদ্য দান কর, অসুস্থ ব্যক্তির দেখাশুনা কর এবং বন্দীকে মুক্ত কর'।[৫২] অন্যত্র তিনি বলেন, عُوْدُوا الْمَرِيْضَ، وَاتَّبِعُوا الْجَنَائِزَ، تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ- 'অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাবে এবং জানাযার অনুসরণ করবে, তাহ'লে তা তোমাদেরকে আখেরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দিবে'।[৫৩]

রোগীকে দেখতে যাওয়া ও সেবা-শুশ্রূষা করা অনেক ছওয়াবের কাজও বটে। নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا عَادَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ لَمْ يَزَلْ فِىْ خُرْفَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَرْجِعَ- 'কোন মুসলিম যখন তার কোন অসুস্থ মুসলিম ভাইকে দেখতে যায়, তখন সে যেন জান্নাতের বাগানে ফল আহরণ করতে

---

৫১. আল-আদাবুল মুফরাদ হা/১০৩; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৬৫।
৫২. বুখারী, মিশকাত, হা/১৫২৩।
৫৩. আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৫১৮; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৯৮১, হাদীছ ছহীহ।

থাকে, যতক্ষণ না সে ফিরে আসে’।[৫৪] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেন, مَنْ عَادَ مَرِيْضًا خَاضَ فِى الرَّحْمَةِ، حَتَّى إِذَا قَعَدَ اسْتَقَرَّ فِيْهَا. ‘যদি কোন ব্যক্তি কোন রোগীকে দেখতে যায়, সে রহমতের মধ্যে ডুব দেয়, এমনকি সে যখন সেখানে বসে থাকে, তখন সে রহমতের মধ্যেই অবস্থান করে’।[৫৫]

অন্যত্র তিনি বলেন, مَنْ عَادَ مَرِيْضًا أَوْ زَارَ أَخًا لَهُ فِى اللهِ نَادَاهُ مُنَادٍ أَنْ طِبْتَ وَطَابَ مَمْشَاكَ وَتَبَوَّأْتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنْزِلاً. ‘কোন ব্যক্তি কোন রোগীকে দেখতে গেলে অথবা আল্লাহ্র ওয়াস্তে তার কোন ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ করলে, একজন আহ্বানকারী (অন্য বর্ণনায় রয়েছে আল্লাহ তা‘আলা) তাকে ডেকে বলেন, তুমি উত্তম কাজ করেছ, তোমার পদচারণা উত্তম হয়েছে এবং জান্নাতে তুমি একটি ঘর তৈরী করে নিয়েছ’।[৫৬] অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

مَا مِنْ مُسلِمٍ يَعُوْدُ مُسْلِمًا غُدْوَةً إِلاَّ صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُوْنَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُمْسِىَ وَإِنْ عَادَه عَشِيَّةً إِلاَّ صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُوْنَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُصْبِحَ وَكَانَ لَه خَرِيْفٌ فِىْ الْجَنَّةِ.

‘যে কোন মুসলমান সকাল বেলা কোন মুসলমান রোগীকে দেখতে গেলে তার জন্য সন্ধ্যা পর্যন্ত সত্তর হাযার ফেরেশতা দো‘আ করতে থাকে। আর সন্ধ্যা বেলা কোন রোগী দেখতে গেলে সকাল পর্যন্ত তার জন্য সত্তর হাযার ফেরেশতা দো‘আ করতে থাকে। আর তার জন্য জান্নাতে একটি ফলের বাগান সুনির্ধারিত করে দেয়া হয়’।[৫৭]

১১. প্রতিবেশীর দুঃখ-শোকে সান্ত্বনা দেওয়া :

প্রতিবেশীর যে কোন দুঃখ-শোকে তার পাশে দাঁড়ানো, তার প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করা এবং তাকে সান্ত্বনা প্রদান করা নেকীর কাজ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يُعَزِّى أَخَاهُ بِمُصِيْبَةٍ إِلاَّ كَسَاهُ اللهُ سُبْحَانَهُ مِنْ حُلَلِ الْكَرَامَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ– ‘যে ব্যক্তি তার মুমিন ভাইকে বিপদে সান্ত্বনা প্রদান

---

৫৪. মুসলিম হা/২৫৬৮; মিশকাত হা/১৫২৭।
৫৫. আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৫২২, হাদীছ ছহীহ।
৫৬. তিরমিযী হা/২০০৮, হাদীছ হাসান; মিশকাত হা/৫০১৫।
৫৭. তিরমিযী হা/৯৬৯, হাদীছ ছহীহ।

করবে, আল্লাহ তা‘আলা ক্বিয়ামতের দিন তাকে সম্মানের পোশাক পরিধান করাবেন’।[৫৮]

১২. প্রতিবেশীর জানাযায় অংশগ্রহণ :

এক মুসলিমের প্রতি অপর মুসলিমের যে ছয়টি হক রয়েছে তন্মধ্যে অন্যতম হ’ল কেউ মৃত্যুবরণ করলে তার জানাযায় অংশগ্রহণ করা।[৫৯] রাসূল (ছাঃ) বলেন, حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ رَدُّ السَّلاَمِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيْضِ، وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَتَشْمِيْتُ الْعَاطِسِ، ‘এক মুসলমানের উপর অপর মুসলমানের হক পাঁচটি। সালামের জওয়াব দেওয়া, রোগীকে দেখতে যাওয়া, জানাযায় শরীক হওয়া, আহ্বানে সাড়া দেওয়া (দাওয়াত কবুল করা), হাঁচির জবাব দেওয়া’।[৬০]

তাই প্রতিবেশীর মৃত্যুতে তার জানাযায় শরীক হবে। কারণ জানাযায় অংশগ্রহণে প্রতিবেশীর হক যেমন আদায় হয়, তেমনি এতে অশেষ ছওয়াব হাছিল হয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন,

مَنِ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا، وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا، وَيَفْرُغَ مِنْ دَفْنِهَا، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الأَجْرِ بِقِيْرَاطَيْنِ، كُلُّ قِيْرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيْرَاطٍ.

‘যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও ছওয়াবের আশায় কোন মুসলমানের জানাযার অনুগমন করে এবং তার জানাযার ছালাত আদায় ও দাফন সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত সঙ্গে থাকে, সে দুই ক্বীরাত ছওয়াব নিয়ে প্রত্যাবর্তন করবে। প্রতিটি ক্বীরাত হ’ল ওহোদ পর্বতের ন্যায়। আর যে ব্যক্তি শুধু তার জানাযা আদায় করে, তারপর দাফন সম্পন্ন হবার পূর্বেই চলে আসে, সে এক ক্বীরাত ছওয়াব নিয়ে প্রত্যাবর্তন করবে’।[৬১]

১৩. প্রতিবেশীর মৃত্যু হ’লে তার পরিবারের জন্য খাদ্য সরবরাহ করা :

কোন ব্যক্তি মারা গেলে তার পরিবার-পরিজন শোকে মুহ্যমান থাকে। ঐ সময় পাড়া-প্রতিবেশীদের কর্তব্য হ’ল তাদেরকে খাদ্য সরবরাহ করা। মুতার যুদ্ধে জা‘ফর (রাঃ) শহীদ হ’লে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছাহাবীদেরকে

---

৫৮. ইবনু মাজাহ হা/১৬০১, সনদ হাসান; ইরওয়াউল গালীল হা/৭৬৪।
৫৯. মুসলিম হা/২১৬২; মিশকাত হা/১৫২৫।
৬০. বুখারী হা/১২৪০; মুসলিম হা/২১৬২; মিশকাত হা/১৫২৪।
৬১. বুখারী হা/৪৭; মিশকাত হা/১৬৫১।

বলেছিলেন, اصْنَعُوا لآلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا فَقَدْ أَتَاهُمْ مَا يَشْغَلُهُمْ أَوْ أَمْرٌ يَشْغَلُهُمْ 'তোমরা জা'ফরের পরিবারের জন্য খাদ্যের ব্যবস্থা কর। কেননা আজ তাদের প্রতি এমন জিনিস বা এমন বিষয় এসেছে, যা তাদেরকে ব্যস্ত রেখেছে'।[৬২]

১৪. প্রতিবেশীদের মাঝে ন্যায়বিচার করা :

প্রতিবেশীদের মাঝে কোন বিষয়ে সমস্যা দেখা দিলে ন্যায়সঙ্গতভাবে তাদের মাঝে ফায়ছালা করা ও বিবাদীয় বিষয়ের সুষ্ঠু সমাধান করা ইসলামের নির্দেশ। এতে ছাদাক্বার ছওয়াব পাওয়া যায়। বিবাদ মীমাংসার জন্য আল্লাহ্র নির্দেশ, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوْا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ. 'নিশ্চয়ই মুমিনগণ পরস্পর ভাই ভাই। সুতরাং তোমাদের ভাইদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। আশা করা যায় তোমরা রহমতপ্রাপ্ত হবে' *(হুজুরাত ৪৯/১০)*।

প্রয়োজনে শক্তি প্রয়োগেরও নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ বলেন,

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَأَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِيْ تَبْغِيْ حَتَّى تَفِيْءَ إِلَى أَمْرِ اللهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوْا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ.

'মুমিনদের দুই দল দ্বন্দ্বে লিপ্ত হ'লে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিবে। আর তাদের একদল অপর দলের বিরুদ্ধে বাড়াবাড়ি করলে যারা বাড়াবাড়ি করে তাদের বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ করবে, যতক্ষণ না তারা আল্লাহ্র নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। যদি তারা ফিরে আসে, তাহ'লে তাদের মধ্যে ন্যায়সঙ্গতভাবে ফায়ছালা করে দিবে এবং সুবিচার করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সুবিচারকারীদের ভালবাসেন' (*হুজুরাত ৪৯/৯*)।

বিবাদ মীমাংসা করা শরী'আতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও নেকীর কাজ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلاَةِ وَالصَّدَقَةِ؟ 'আমি কি তোমাদেরকে ছিয়াম, ছালাত ও ছাদাক্বার চেয়ে উত্তম মর্যাদাকর বিষয় সম্পর্কে খবর দিব না? ছাহাবীগণ বললেন, অবশ্যই হে

৬২. আবূদাঊদ হা/৩১৩২; ইবনু মাজাহ হা/১৬১০; ছহীহুল জামে' হা/১০১৫।

আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! তিনি বললেন, إِصْلاَحُ ذَاتِ الْبَيْنِ ‘বিবদমান বিষয়ে মীমাংসা করা’।[৬৩]

মুসলিম ভাইদের মাঝে বিবাদ মীমাংসা করে দিলে ছাদাক্বা করার ছওয়াব পাওয়া যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, تَعْدِلُ بَيْنَ الاِثْنَيْنِ صَدَقَةٌ ‘দুই ব্যক্তির মধ্যে ন্যায়সঙ্গতভাবে বিচার-ফায়ছালা করা একটি ছাদাক্বা’।[৬৪]

১৫. শুফ‘আ বা অগ্রক্রয়ের অধিকার :

প্রতিবেশীর একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হক হচ্ছে শুফ‘আ বা আগে ক্রয় করার অধিকার। কারো জমি বা বাড়ি বিক্রি করতে চাইলে সেটা ক্রয়ের ক্ষেত্রে পার্শ্ববর্তী প্রতিবেশীর হক সবচেয়ে বেশী। অর্থাৎ তাকে আগে অবহিত করতে হবে যে, আমি আমার বাড়ি বা জমি বিক্রি করতে চাই; তুমি ইচ্ছা করলে তা কিনতে পার। সে কিনতে না চাইলে অন্যের কাছে বিক্রি করবে। তাকে না জানিয়ে কারো কাছে বিক্রি করা যাবে না। কারণ তাতে সে ক্ষতিগ্রস্ত হ’তে পারে। পার্শ্ববর্তী জমি বা বাড়ী ক্রয়ের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাওয়াকেই শরী‘আতের পরিভাষায় শুফ্‌আ বলে। প্রতিবেশীর এ হকের ব্যাপারে ইসলামে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَأَرَادَ بَيْعَهَا، فَلْيَعْرِضْهَا عَلَى جَـــارِهِ– ‘যদি কারো জমি থাকে এবং সে তা বিক্রি করতে চায় তাহ’লে সে যেন তার প্রতিবেশীকে জানায়’।[৬৫] অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَـــارِهِ، يَنْتَظِرُ بِهَا إِنْ كَانَ غَائِبًا، إِذَا كَـــانَ طَرِيقُهُمَـــا وَاحِـــدًا– ‘শুফ‘আর ক্ষেত্রে প্রতিবেশীর হক সবচেয়ে বেশী। সে উপস্থিত না থাকলে তার জন্য অপেক্ষা করবে। এটা তখন যখন তাদের উভয়ের চলাচলের পথ এক হয়’।[৬৬] তিনি আরো বলেন, جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّارِ– ‘বাড়ীর প্রতিবেশী উক্ত বাড়ীর (ক্রয় করার) ক্ষেত্রে প্রাধান্য পাবে’।[৬৭]

---

৬৩. আবূদাঊদ হা/৪৯১৯; তিরমিযী হা/২৬৪০, হাদীছ ছহীহ।
৬৪. মুসলিম হা/১০০৯।
৬৫. ইবনু মাজাহ, হা/২৪৯৩; সিলসিলা ছাহীহাহ হা/২৩৫৮; ছহীহুল জামে‘ হা/৬৫১২।
৬৬. আবূদাঊদ হা/৩৫১৮; ছহীহুল জামে‘ হা/৩১০৩; ইবনু মাজাহ হা/২৪৯৪; তিরমিযী হা/১৩৬৯।
৬৭. তিরমিযী হা/১৩৬৮, ‘শুফ‘আ (অগ্র-ক্রয়াধিকার)’ অনুচ্ছেদ; ইরওয়া হা/১৫৩৯; ছহীহুল জামে‘ হা/৩০৮৭।

প্রতিবেশীর সাথে সদাচরণের উপায় সমূহ

প্রতিবেশীর সাথে বিভিন্নভাবে সদাচরণ বা উত্তম ব্যবহার করা যায়। তন্মধ্যে কতিপয় উপায় নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল।-

১. প্রতিবেশীর জন্য দো'আ করা ও তার কল্যাণ কামনা করা :

প্রতিবেশী কাফির ও মুশরিক হ'লে তার হেদায়াতের জন্য দো'আ করা। সেই সাথে তাকে ইসলামের দিকে ফিরিয়ে আনার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করা। আর যদি প্রতিবেশী ফাসেক-ফাজের তথা পাপী মুসলিম হয়, তাহ'লে পাপাচার থেকে যাতে সে ফিরে আসে ও তওবা করে সেজন্য দো'আ করা এবং পাপের পথ ও পাপকর্ম থেকে তাকে ফিরানোর যথাসাধ্য চেষ্টা করা। আর মুমিন-মুসলিম হ'লে তার জন্যও দো'আ করা, যাতে সে ইহকালে ও পরকালে কল্যাণ লাভ করে।

২. প্রতিবেশীর সালামের উত্তর দেওয়া :

সালাম আদান-প্রদান করা পারস্পরিক সুসম্পর্ক বৃদ্ধির মাধ্যম।[৬৮] এর মাধ্যমে শত্রুও অনেক সময় বন্ধুতে পরিণত হয়। তাই প্রতিবেশীকে সালাম দেওয়া ও তার সালামের উত্তর দেওয়া যরূরী। পক্ষান্তরে তার সালামের উত্তর না দিলে সে মনে কষ্ট পাবে এবং তার প্রতিবেশীকে অহংকারী মনে করে তার থেকে আস্তে আস্তে দূরে চলে যাবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন,

حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ : رَدُّ السَّلاَمِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيْضِ، وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَتَشْمِيْتُ الْعَاطِسِ.

'এক মুসলমানের উপরে অপর মুসলমানের হক হচ্ছে সালামের উত্তর দেওয়া, অসুস্থকে দেখতে যাওয়া, জানাযায় অংশগ্রহণ করা, দাওয়াত কবুল করা এবং হাঁচির উত্তর দেওয়া'।[৬৯]

৩. প্রতিবেশীর দোষ-ত্রুটি গোপন করা :

মানুষ দোষ-ত্রুটির ঊর্ধ্বে নয়। ভাল ও মন্দগুণের সমন্বয়ে মানুষ। তাই মানুষ হিসাবে প্রতিবেশীর মধ্যেও দোষ-ত্রুটি থাকতে পারে। কিন্তু তার দোষ গোপন রাখা অবশ্য কর্তব্য। কেননা কোন মুসলিম ভাইয়ের দোষ গোপন রাখলে আল্লাহ ক্বিয়ামতের দিন তার দোষ গোপন রাখবেন। রাসূল

---

৬৮. মুসলিম হা/৫৪; আবূদাউদ হা/৫১৯৩; ইবনু মাজাহ হা/৬৮, ৩৬৯২; তিরমিযী হা/২৫১০; মিশকাত হা/৪৬৩১।

৬৯. আহমাদ হা/১০৯৭৯; বুখারী হা/১২৪০; মুসলিম হা/২১৬২; মিশকাত হা/১৫২৪।

(ছাঃ) বলেন, لاَ يَسْتُرُ اللهُ عَلَى عَبْدٍ فِي الدُّنْيَا إِلاَّ سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ‘যে ব্যক্তি দুনিয়াতে কারো দোষ গোপন রাখে, ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তার দোষ গোপন রাখবেন’।[৭০]

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ‘যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ গোপন করবে, আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতে তার দোষ গোপন করবেন’।[৭১] অন্যত্র তিনি আরো বলেন, مَنْ سَتَرَ عَوْرَةَ أَخِيْهِ الْمُسْلِمِ سَتَرَ اللهُ عَوْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كَشَفَ عَوْرَةَ أَخِيْهِ الْمُسْلِمِ كَشَفَ اللهُ عَوْرَتَهُ حَتَّى يَفْضَحَهُ بهَا فِىْ بَيْتِهِ– ‘যে ব্যক্তি মুসলিম ভাইয়ের ত্রুটি গোপন রাখবে আল্লাহ ক্বিয়ামতের দিন তার দোষ গোপন রাখবেন। আর যে মুসলিম ভাইয়ের দোষ প্রকাশ করে দিবে, আল্লাহ তার দোষ প্রকাশ করে দিবেন। এমনকি তাকে অপদস্ত করবেন তার ঘরের ভিতরে হ’লেও’।[৭২]

৪. প্রতিবেশীকে কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকা :

সুশৃংখল ও শান্তিপূর্ণ সমাজ বিনির্মাণে ও সুখী-সমৃদ্ধ জীবন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে প্রতিবেশীর সাথে উত্তম ব্যবহার করা যরূরী। নিজেকে নিয়ে যে সদা ব্যস্ত থাকে, নিজের স্বার্থ ব্যতীত যে অন্য কিছুই ভাবে না, প্রতিবেশীর বিপন্ন ও দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা, হৃদয়গ্রাহী হাহাকার, করুণ আর্তনাদ যার মনে রেখাপাত করে না, এমনকি স্বীয় স্বার্থ চরিতার্থ করার লক্ষ্যে তাদেরকে কষ্ট দিতে কুণ্ঠিত হয় না, সে পূর্ণ মুমিন হ’তে পারে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يُؤْذِ جَارَهُ– ‘যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়।[৭৩] সুতরাং প্রতিবেশীর সাথে খারাপ আচরণ করা পাপ।

৫. প্রতিবেশীর প্রতি অনুগ্রহ করা, তার খোঁজ-খবর নেওয়া ও তার প্রয়োজন পূর্ণ করা :

মানুষ অপরের সাহায্য ছাড়া চলতে পারে না। কেননা এ জগতে কোন মানুষই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। বরং সে কোন না কোন ক্ষেত্রে অপরের

---

৭০. মুসলিম হা/৪৬৯১।
৭১. ইবনু মাজাহ হা/২৫৪৪; সনদ ছহীহ।
৭২. ইবনু মাজাহ হা/২৫৪৬; ছহীহ আত-তারগীব হা/২৩৩৮; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৩৪১-এর আলোচনা দ্রঃ।
৭৩. বুখারী হা/৫৬৭২; আবূদাঊদ হা/৫১৫৬।

মুখাপেক্ষী। প্রতিবেশীর কাজে সাধ্যমত সহায়তা করা তার প্রতি দয়ার বহিঃপ্রকাশ। আর মানুষের প্রতি মানুষের দয়া-অনুগ্রহে সমাজ সুন্দর হয়; আল্লাহ্‌র রহমত লাভ হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لاَ يَـــرْحَمُ اللهُ مَـــنْ لاَ يَرْحَمُ النَّاسَ، 'আল্লাহ তা'আলা সেই ব্যক্তির উপর দয়া করেন না, যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি দয়া করে না'।[৭৪]

অন্যের কষ্ট দূর করার ফযীলত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ فِى الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِى الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَاللهُ فِىْ عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِىْ عَوْنِ أَخِيْهِ-

'যে ব্যক্তি কোন মুমিনের পার্থিব দুঃখ-কষ্ট দূর করবে, আল্লাহ ক্বিয়ামতের দিন তার দুঃখ-কষ্ট সমূহের একটি কষ্ট দূর করবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ-ত্রুটি গোপন করবে আল্লাহ তা'আলা দুনিয়া ও আখেরাতে তার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবেন। আর আল্লাহ ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁর বান্দার সাহায্যে রত থাকেন, যতক্ষণ পর্যন্ত বান্দা নিজ ভাইয়ের সাহায্যে রত থাকে'।[৭৫]

প্রতিবেশীর খোঁজ-খবর নেওয়া এবং সে কখনও আর্থিক সমস্যায় পড়লে কর্যে হাসানা দিয়ে তাকে সাহায্য করা উচিত। তাকে কর্যে হাসানা দিয়ে সাহায্য করলে আল্লাহ তা'আলা সাহায্যকারীকেও সাহায্য করবেন। এটা এমন একটি সৎকাজ যার কারণে আল্লাহ দাতাকে অনেক নেকী দান করে থাকেন। এ কাজের ছওয়াব হয় বহুগুণ এবং এর দ্বারা অপরাধ ক্ষমা করা হয়। মহান আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, إِنْ تُقْرِضُوا اللهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللهُ شَكُوْرٌ حَلِيْمٌ- 'যদি তোমরা আল্লাহকে উত্তম ঋণ দান কর, তিনি তোমাদের জন্যে তা দ্বিগুণ করে দিবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন' *(তাগাবুন ৬৪/১৭)*। সুতরাং আমাদের প্রত্যেকের কর্তব্য সাধ্যমত অভাবী প্রতিবেশীকে কর্যে হাসানা প্রদান করা।

---

৭৪. বুখারী হা/৭৩৭৬; মিশকাত হা/৪৯৪৭।
৭৫. মুসলিম হা/৭০২৮; মিশকাত হা/২০৪, 'কিতাবুল ইলম'।

কর্যে হাসানার ফযীলত সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةِ عَشَرَ– ‘ছাদাক্বার ছওয়াব দশগুণ এবং কর্যে হাসানার ছওয়াব আঠারো গুণ’।[৭৬] তিনি আরো বলেন, مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلاَّ كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً– ‘যদি কোন মুসলিম ব্যক্তি তার অপর কোন মুসলিম ভাইকে দু’বার ঋণ প্রদান করে তবে তার আমলনামায় একবার তা ছাদাক্বা হিসাবে লেখা হবে’।[৭৭]

অন্য হাদীছে এসেছে, রাসূল (ছাঃ) বলেন, كَانَ رَجُلٌ يُدَايِنُ النَّاسَ، وَكَانَ يَقُوْلُ لِفَتَاهُ: إِذَا أَتَيْتَ مُعْسِرًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ، لَعَلَّ اللهَ أَنْ يَّتَجَاوَزَ عَنَّا، فَلَقِيَ اللهَ فَتَجَاوَزَ عَنْهُ– ‘এক ব্যক্তি লোকদেরকে ঋণ দিত। সে তার কর্মচারীকে বলত, কোন ব্যক্তিকে ঋণ পরিশোধে অক্ষম দেখলে তাকে ক্ষমা করে দিও। এ কাজের বিনিময়ে আল্লাহ হয়তো আমাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন। ঐ ব্যক্তি মৃত্যুর পর আল্লাহ্র নিকট পৌঁছলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন’।[৭৮]

অন্যত্র তিনি বলেন, مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنْجِيَهُ اللهُ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلْيُنَفِّسْ عَنْ مُعْسِرٍ أَوْ يَضَعْ عَنْهُ– ‘যে ব্যক্তি এজন্য খুশি হ’তে চায় যে আল্লাহ তা‘আলা তাকে ক্বিয়ামতের দিন দুঃখ-কষ্ট হ’তে মুক্তি দান করবেন, সে যেন ঋণ পরিশোধে অক্ষম ব্যক্তির প্রতি সহজ পন্থা অবলম্বন করে কিংবা মাফ করে দেয়’।[৭৯]

আবু কাতাদা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ لَهُ، أَنْجَاهُ اللهُ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ القِيامَةِ– ‘যে ব্যক্তি ঋণ পরিশোধে অক্ষম ব্যক্তিকে অবকাশ দিবে অথবা ঋণ ক্ষমা করে দিবে, আল্লাহ তাকে ক্বিয়ামতের দিন দুঃখ-কষ্ট হ’তে মুক্তি দিবেন’।[৮০]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ عَنْ مُعْسِرٍ أَظَلَّهُ اللهُ فِيْ ظِلِّهِ، ‘যে ব্যক্তি ঋণ পরিশোধে অক্ষম ব্যক্তিকে অবকাশ দিবে অথবা তার ঋণ

---

৭৬. *সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩৪০৭।*
৭৭. *ছহীহুল জামে‘ হা/৫৭৬৯, সনদ ছহীহ।*
৭৮. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৯০১।*
৭৯. *মুসলিম, মিশকাত হা/২৯০২।*
৮০. *মুসলিম, মিশকাত হা/২৯০৩।*

মাফ করে দিবে, আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামতের দিন স্বীয় ছায়ায় তাকে ছায়া দান করবেন'।[৮১]

৬. প্রতিবেশীর দেওয়া কষ্ট সহ্য করা :

প্রতিবেশীর দেওয়া কষ্ট সহ্য করা উত্তম চরিত্র ও শীর্ষ মানবিকতার পরিচয় বহন করে। বহু মানুষ অন্যকে কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকতে পারে, কিন্তু খুব কম মানুষই আছে যারা অন্যের দেওয়া কষ্টে ধৈর্যধারণ করতে পারে ও তা সহ্য করতে পারে। এটা সত্যিই এক চূড়ান্ত মহানুভবতা ও পরম সহিষ্ণুতা। আল্লাহ বলেন, وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُوْرِ 'আর যে ব্যক্তি ধৈর্যধারণ করে ও ক্ষমা করে, নিশ্চয়ই সেটি হবে শ্রেষ্ঠ কর্মসমূহের অন্তর্ভুক্ত' *(শূরা ৪২/৪৩)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ তিন ব্যক্তিকে ভালবাসেন। তন্মধ্যে رَجُلٌ كَانَ لَهُ جَارُ سُوْءٍ، يُؤْذِيهِ، فَصَبَرَ عَلَى أَذَاهُ، حَتَّى يَكْفِيَهُ اللهُ إِيَّاهُ بِحَيَاةٍ، أَوْ مَوْتٍ، 'যে ব্যক্তির মন্দ প্রতিবেশী রয়েছে যে তাকে কষ্ট দেয়। কিন্তু প্রতিবেশীর দেওয়া কষ্টে সে ধৈর্যধারণ করে। এমনকি তার জীবদ্দশায় আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট হবেন অথবা মৃত্যুর মাধ্যমে তাদের পৃথক করে দিবেন'।[৮২]

প্রতিবেশীর দেওয়া কষ্টে ধৈর্যধারণ সম্পর্কে দু'টি ঘটনা নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল।-

১. মালেক বিন দীনার (রহঃ)-এর একজন ইহুদী প্রতিবেশী ছিল। সে মালেক বিন দীনারের গৃহের দেওয়াল ঘেষে একটি গোসলখানা নির্মাণ করে। দেওয়ালটি ছিল ভাঙ্গা। সেই ভাঙ্গা জায়গা দিয়ে ময়লা-আবর্জনা প্রবেশ করত। মালেক বিন দীনার প্রতিদিন তার ঘর পরিস্কার করতেন। কিন্তু প্রতিবেশীকে তিনি কিছুই বলতেন না। প্রতিবেশীর দেওয়া কষ্টে দীর্ঘদিন তিনি এভাবে ধৈর্যধারণ করে থাকলেন। এই কষ্টে অতিশয় ধৈর্যধারণের কারণে ঐ প্রতিবেশীর কাছে খারাপ লাগল। সে বলল, হে মালেক! আমি তোমাকে এই দীর্ঘ কষ্ট দিয়েছি, অথচ তুমি ধৈর্যধারণ করেছ। আর তুমি আমাকে এ বিষয়ে কিছুই বলনি। মালেক (রহঃ) বললেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ، حَتَّى

---

৮১. মুসলিম হা/৩০০৬; মিশকাত হা/২৯০৪।
৮২. তাবারাণী, মু'জামুল কাবীর হা/১৬৩৭; ছহীহ আত-তারগীব হা/২৫৬৯।

ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ 'জিবরীল (আঃ) আমাকে প্রতিবেশীর ব্যাপারে উপদেশ দিতে থাকতেন। এমনকি আমি মনে করলাম যে, তিনি প্রতিবেশীকে আমার উত্তরাধিকারী বানিয়ে দিবেন'।[৮৩] একথা শুনে ইহুদী লজ্জিত হ'ল এবং ইসলাম গ্রহণ করল।[৮৪]

২. সাহল ইবনে আব্দুল্লাহ আত-তসতরী (রহঃ)-এর একজন অগ্নিপূজক প্রতিবেশী ছিল। সে সাহল (রহঃ)-এর বাড়ীর উপর তলায় থাকত। সেই অগ্নিপূজক তার মেঝেতে বড় ছিদ্র করে। সেই ছিদ্র পথে সে সাহল (রহঃ)-এর গৃহে প্রতিদিন ময়লা-আবর্জনা ফেলত। সাহল (রহঃ) ঐ ছিদ্রের নীচে একটি গামলা বা পাত্র রাখতেন। যার মধ্যে ময়লা-আবর্জনা পতিত হ'ত। অতঃপর রাত্রে তিনি পাত্রটি নিয়ে ময়লা-আবর্জনা দূরে ফেলে আসতেন। এভাবে দীর্ঘদিন সাহল (রহঃ) ঐ বাড়ীতে অবস্থান করেন। অবশেষে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। তখন সাহল (রহঃ) তার ঐ অগ্নিপূজক প্রতিবেশীকে ডেকে পাঠান। সে আসলে তাকে বললেন, এই ঘরের ভিতরে দেখ। সে তখন ঐ ছিদ্র ও ময়লা-আবর্জনা দেখে বলল, হে শায়খ! এসব কি?

তিনি বললেন, দীর্ঘদিন যাবৎ তোমার ঘর থেকে এসব পতিত হচ্ছে। আমি দিনের বেলা তা জমা করি এবং রাত্রে তা দূরে ফেলে আসি। আজকে আমার যে অবস্থা দেখছ, যদি এ অবস্থা আমার না হ'ত, তাহ'লে আমি তোমাকে এ বিষয়ে অবহিত করতাম না। আর আমি আশঙ্কা করছি যে, এ কারণে তোমার সাথে আমার আচরণ খারাপ হয়ে যেতে পারে। সুতরাং তোমার যা করণীয় কর। তখন ঐ অগ্নিপূজক বলল, হে শায়খ! আপনি এই দীর্ঘ সময়ে আমার সাথে এই উত্তম ব্যবহার করেছেন, আর আমি আমার কুফরীর উপরে অটল রয়েছি! আপনি হাত বাড়িয়ে দিন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত আর কোন হক মা'বূদ নেই এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ) আল্লাহ্র রাসূল। এরপর সাহল (রহঃ) মৃত্যুবরণ করেন।[৮৫]

৭. যালেম বা মাযলূম প্রতিবেশীকে সাহায্য করা :

প্রতিবেশী যালেম (অত্যাচারী) হোক বা মাযলূম (অত্যাচারিত) হোক উভয়কে সাহায্য করা কর্তব্য। যালেমকে তার যুলুম থেকে নিবৃত্ত রাখতে

---

৮৩. বুখারী হা/৬০১৫; মুসলিম হা/২৬২৪-২৫; আবূদাউদ হা/৫১৫৩; ইবনু মাজাহ হা/৩৬৭৩; আল-আদাবুল মুফরাদ হা/১০১।

৮৪. ইমাম গাযালী, ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন ২/২১৩ পৃঃ।

৮৫. আব্দুল্লাহ ইবনে আস'আদ আল-ইয়াফেঈ, আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, তাবি), পৃঃ ১২১-২২, ক্রমিক নং ৪৩৮।

তাকে সাহায্য করা এবং মাযলূমকে যালেমের হাত থেকে রক্ষা করার ব্যাপারে সাহায্য করা যরূরী। হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَنَسٍ رضى الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا. فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ أَنْصُرُهُ إِذَا كَانَ مَظْلُوْمًا، أَفَرَأَيْتَ إِذَا كَانَ ظَالِمًا كَيْفَ أَنْصُرُهُ قَالَ تَحْجُزُهُ أَوْ تَمْنَعُهُ مِنَ الظُّلْمِ، فَإِنَّ ذَلِكَ نَصْرُهُ-

আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমার ভাইকে সাহায্য কর। সে যালিম হোক অথবা মযলূম হোক। এক লোক বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! মযলূম হ'লে তাকে সাহায্য করব তা তো বুঝলাম। কিন্তু যালিম হ'লে তাকে কিভাবে সাহায্য করব? তিনি বললেন, তাকে অত্যাচার করা থেকে বিরত রাখবে। আর এটাই হ'ল তার সাহায্য'।[৮৬]

৮. প্রতিবেশীকে দ্বীনী ইলম শিক্ষা দেওয়া :

দ্বীনী ইলম শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমানের উপরে ফরয। তাই এক প্রতিবেশী তার অপর প্রতিবেশীকে দ্বীনী ইলম শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করবে। নিজে না পারলে তাকে দ্বীনী বৈঠকে সাথে করে নিয়ে যাওয়া এবং শারঈ জ্ঞানে পারদর্শী করার জন্য সর্বাত্মক সহযোগিতা করা প্রতিবেশীর কর্তব্য। আল্লাহ তাআলা বলেন, وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُوْنَ لِيَنْفِرُوْا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوْا فِي الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوْا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ- 'আর মুমিনদের এটা সঙ্গত নয় যে, সবাই একত্রে (জিহাদে) বের হবে। অতএব তাদের প্রত্যেক দলের একটি অংশ কেন বের হয় না, যাতে তারা দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করে এবং ফিরে এসে নিজ কওমকে (আল্লাহ্র নাফরমানী হ'তে) ভয় প্রদর্শন করে যাতে তারা সাবধান হয়' *(তওবা ৯/১২২)*। সুতরাং দ্বীনী ইলম শিক্ষার জন্য প্রত্যেককে চেষ্টা করতে হবে। সেই সাথে প্রতিবেশীকে দ্বীনী ইলম শিক্ষার জন্য সহযোগিতা করতে হবে।

---

৮৬. বুখারী হা/৬৯৫২; তিরমিযী হা/২২৫৫; মিশকাত হা/৪৯৫৭।

ছাহাবায়ে কেরাম একে অপরের প্রতিবেশীকে দ্বীনী ইলম শিক্ষার ব্যাপারে সহযোগিতা করতেন। ওমর (রাঃ) বলেন, আমি ও আমার এক আনছার প্রতিবেশী মদীনার অদূরে বনু উমাইয়া ইবনু যায়েদের মহল্লায় বসবাস করতাম। আমরা দু'জন পালাক্রমে নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট হাযির হ'তাম। একদিন তিনি যেতেন, আরেকদিন আমি যেতাম। আমি যেদিন যেতাম সেদিনের খবর (অহী) ইত্যাদি বিষয় তাঁকে অবহিত করতাম। আর তিনি যেদিন যেতেন, তিনিও অনুরূপ করতেন।[৮৭]

৯. প্রতিবেশীর প্রতি সুধারণা পোষণ করা :

প্রতিবেশীর প্রতি সর্বদা সুধারণা পোষণ করা কর্তব্য। তার আচরণে কোন সন্দেহজনক কিছু পরিলক্ষিত হ'লেও সে বিষয়ে নিশ্চিতভাবে জানার পূর্বে তার সম্পর্কে সুধারণা পোষণ করতে হবে। আল্লাহ বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ، 'হে মুমিনগণ! তোমরা অধিক অনুমান থেকে বেঁচে থাক। নিশ্চয়ই কোন কোন অনুমান পাপ' *(হুজুরাত ৪৯/১২)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ اَلظَّنَّ أَكْذَبُ اَلْحَدِيْثِ، 'তোমরা (অযথা) ধারণা করা থেকে বেঁচে থাক। কেননা ধারণা করা হচ্ছে সবচেয়ে বড় মিথ্যা কথা'।[৮৮]

কারো ব্যাপারে নিশ্চিত না হয়ে ধারণা করে কথা বললে যে, তা মিথ্যা হয়ে থাকে তার সুস্পষ্ট প্রমাণ নিম্নোক্ত হাদীছটি-

আবুত তুফায়েল আমর বিন ওয়াছিলা হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি এক সম্প্রদায়ের পাশ দিয়ে অতিক্রমকালে তাদের সালাম দিল। তারাও সালামের উত্তর দিল। লোকটা অতিক্রম করে চলে গেলে তাদের মধ্যকার একজন বলল, আল্লাহ্র কসম! আমি আল্লাহ্র জন্যই তার সাথে বিদ্বেষ পোষণ করি। বৈঠকের লোকেরা বলল, আল্লাহ্র কসম! তুমি যা বললে, তা কতই না মন্দ! আমরা অবশ্যই এ বিষয়টি তাকে অবহিত করব। তাদের মধ্যকার একজনকে লক্ষ্য করে তারা বলল, হে অমুক! তুমি যাও, গিয়ে তাকে এ বিষয়ে অবহিত কর। তাদের প্রেরিত দূত তাকে পেয়ে বিষয়টা অবহিত করল, যা ঐ লোকটা বলেছিল। লোকটা তখন রাসূল (ছাঃ)-এর দরবারে এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি মুসলমানদের

---

৮৭. বুখারী হা/২৩০৬।
৮৮. বুখারী হা/৬০৯৪; মুসলিম হা/২৬০৭ (১০৫); বুলূগুল মারাম হা/১৫২০।

একটি মজলিসের নিকট দিয়ে অতিক্রম করছিলাম, যাদের মাঝে অমুক লোকও ছিল। আমি তাদেরকে সালাম দিলাম। তারাও সালামের উত্তর দিল। আমি যখন তাদের নিকট থেকে চলে আসলাম, তখন তাদের মধ্যকার এক লোক এসে আমাকে সংবাদ দিল যে, অমুক ব্যক্তি বলছে, আল্লাহ্র কসম! আমি আল্লাহ্র জন্যই তার সাথে বিদ্বেষ পোষণ করি। সুতরাং আপনি তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করুন যে, সে কেন আমার সাথে বিদ্বেষ পোষণ করে। তাকে রাসূল (ছাঃ) ডেকে এনে জিজ্ঞেস করলেন, কেন তুমি এ লোকের সাথে বিদ্বেষ পোষণ কর? সে বলল, আমি তার প্রতিবেশী তার (সকল বিষয়) সম্পর্কে আমি অবহিত। আল্লাহ্র কসম! আমি তাকে ফরয ছালাত- যা পুণ্যবান ও পাপী সকলেই আদায় করে থাকে তা ব্যতীত অন্য কোন (নফল-সুন্নাত) ছালাত আদায় করতে দেখিনি। লোকটি তখন বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! তাকে জিজ্ঞেস করুন যে, সে কি আমাকে কখনো নির্দিষ্ট ওয়াক্ত ব্যতীত বিলম্বে ছালাত আদায় করতে দেখেছে? আমাকে কি মন্দভাবে ওযূ করতে এবং অপূর্ণাঙ্গভাবে রুকূ-সিজদা করতে দেখেছে? রাসূল (ছাঃ) তাকে ঐ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে সে বলল, না (এরূপ দেখিনি)। অতঃপর সে বলল, যে মাসে পুণ্যবান ও পাপী সকলেই ছিয়াম পালন করে থাকে সে মাসে ব্যতীত তাকে কখনো (নফল-সুন্নাত) ছিয়াম পালন করতে দেখিনি। লোকটি বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! সে কি আমাকে কখনো ছিয়াম ভঙ্গ করতে কিংবা তার কোন হক নষ্ট করতে দেখেছে? রাসূল (ছাঃ) তাকে ঐ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে সে বলল, না। অতঃপর সে বলল, আল্লাহ্র কসম! আমি তাকে কখনো কোন ভিক্ষুককে দান করতে দেখিনি। আর তাকে আল্লাহ্র রাস্তায় কোন কল্যাণকর কাজেও কখনো তার সম্পদ থেকে কিছু ব্যয় করতে দেখিনি। কেবল এই ছাদাকা (যাকাত) ব্যতীত যা পুণ্যবান ও পাপী সকলেই আদায় করে থাকে। লোকটি তখন বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! তাকে জিজ্ঞেস করুন যে, আমি কি কখনো যাকাত থেকে কিছু গোপন করেছি অথবা যাকাত আদায়কারীকে কিছু কম দিয়েছি? রাসূল (ছাঃ) তাকে ঐ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে সে বলল, না। তখন রাসূল (ছাঃ) লোকটিকে বললেন, 'তুমি যাও নিশ্চয়ই আমি জানি যে, সে তোমার চেয়ে উত্তম'।[৮৯] সুতরাং প্রতিবেশীর প্রতি সুধারণা পোষণ করা অতি যরূরী।

---

৮৯. মুসনাদে আহমাদ হা/২৩৮০৩, এর সকল রাবী নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত।

প্রতিবেশীর হক আদায়ের ফযীলত

প্রতিবেশীর হক বা অধিকার যথাযথ আদায় করার ফযীলত অনেক। এর মাধ্যমে মানুষের কাছে প্রিয়পাত্র হওয়া যায়, সমাজে শান্তি-নিরাপত্তা লাভ করা যায়। সর্বোপরি পূর্ণাঙ্গ মুমিন হওয়ার মাধ্যমে ইহকালে শান্তি এবং পরকালে নাজাত বা মুক্তি ও জান্নাত লাভের মাধ্যমে চূড়ান্ত সফলতা হাছিল করা যায়। প্রতিবেশীর হক আদায়ের আরো কিছু ফযীলত নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল।-

১. প্রতিবেশীর প্রতি সদাচরণ ঈমানের লক্ষণ : কোন মানুষ মুমিন কিনা তা তার বাহ্যিক আচরণে অনেকাংশে প্রকাশ পায়। তেমনি প্রতিবেশীর সাথে সদাচরণ করলে সহজেই অনুমিত হয় যে, ঐ ব্যক্তি মুমিন। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلْيُحْسِنْ إِلَى جَـــارِهِ، 'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন তার প্রতিবেশীর প্রতি সদাচরণ করে'।[৯০] অপর বর্ণনায় আছে, তিনি বলেন, مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْـــرِمْ جَـــارَهُ، 'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন তার প্রতিবেশীকে সম্মান করে'।[৯১]

২. জিবরীল (আঃ)-এর উপদেশ প্রতিপালন : প্রতিবেশীর সাথে উত্তম ব্যবহার করলে জিবরীল (আঃ)-এর উপদেশ পালন করা হবে। কারণ তিনি যখনই রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে আসতেন, তখনই তাকে প্রতিবেশীর সাথে সদাচরণ করার জন্য তাকীদ করতেন। হাদীছে এসেছে, জনৈক আনছার লোক বলেন,

خَرَجْتُ مِنْ أَهْلِيْ أُرِيْدُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِذَا أَنَا بِهِ قَائِمٌ، وَرَجُلٌ مَعَهُ مُقْبِلٌ عَلَيْهِ، فَظَنَنْتُ أَنَّ لَهُ حَاجَةً، قَالَ: فَجَلَسْتُ فَوَاللهِ لَقَدْ قَامَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى جَعَلْتُ أَرْثِيْ لَهُ مِنْ طُوْلِ الْقِيَامِ، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَقُمْتُ إِلَيْهِ قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، لَقَدْ قَامَ بِكَ هَذَا الرَّجُلُ حَتَّى جَعَلْتُ أَرْثِيْ لَكَ مِنْ طُوْلِ الْقِيَامِ، قَالَ: أَتَدْرِيْ مَنْ هَذَا؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: ذَاكَ جِبْرِيْلُ مَـــا

---

৯০. মুসলিম হা/৪৮; ইবনু মাজাহ হা/৩৬৭২; ছহীহুল জামে হা/৬৫০১; ছহীহ আত-তারগীব হা/২৫৬৫।

৯১. বুখারী হা/৬০১৯; মুসলিম হা/৪৮, 'প্রতিবেশী ও মেহমানকে সম্মান করার প্রতি উৎসাহ প্রদান' অনুচ্ছেদ।

زَالَ يُوْصِيْنِيْ بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ، أَمَا إِنَّكَ لَوْ سَلَّمْتَ عَلَيْهِ رَدَّ عَلَيْكَ السَّلَامَ-

‘আমি আমার পরিবার সহ নবী করীম (ছাঃ)-এর উদ্দেশ্যে বের হ’লাম। সেখানে পৌঁছে দেখলাম, তিনি দাঁড়িয়ে আছেন এবং তার দিকে মুখোমুখী এক লোক। আমি ভাবলাম, তার হয়তো কোন প্রয়োজন আছে। তখন আমি বসলাম। আল্লাহ্র কসম! রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এত দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকলেন যে, আমি তার জন্য কষ্ট অনুভব করলাম। অতঃপর সে চলে গেল। তখন আমি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে এসে বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আপনি তার জন্য এত দীর্ঘ সময় দণ্ডায়মান থাকলেন যে, আমি আপনার জন্য কষ্ট অনুভব করলাম। তিনি বললেন, তুমি কি জান তিনি কে? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, এ হচ্ছেন জিবরীল। তিনি আমাকে প্রতিবেশী সম্পর্কে নছীহত করতেই থাকেন। এমনকি আমি মনে করলাম যে, তিনি প্রতিবেশীকে আমার উত্তরাধিকারী বানিয়ে দিবেন। ওহে! তুমি যদি তাকে সালাম দিতে তাহ’লে তিনি তোমার উত্তর দিতেন’।[৯২]

৩. আল্লাহ্র নিকটে উত্তম হওয়ার মানদণ্ড : প্রতিবেশীর সাথে উত্তম আচরণ ও ব্যবহারের মাধ্যমে যদি তার নিকটে উত্তম বলে গণ্য হওয়া যায়, তাহ’লে আল্লাহ্র নিকটেও উত্তম বান্দা বলে গণ্য হওয়া যাবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, خَيْرُ الْأَصْحَابِ عِنْدَ اللهِ خَيْرُهُمْ لِصَاحِبِهِ، وَخَيْرُ الْجِيْرَانِ عِنْدَ اللهِ خَيْرُهُمْ لِجَارِهِ، ‘আল্লাহ্র নিকট সেই সঙ্গী উত্তম যে নিজ সঙ্গীদের নিকট উত্তম। আর আল্লাহ্র নিকট সেই প্রতিবেশী উত্তম যে নিজ প্রতিবেশীদের নিকটে উত্তম’।[৯৩]

৪. প্রতিবেশীকে সম্মান করার মাধ্যমে নবী করীম (ছাঃ)-কে সম্মান করা : মহানবী (ছাঃ) প্রতিবেশীকে সম্মান করার নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং তাঁর নির্দেশ পালনের মাধ্যমে তাঁর প্রতি যথোপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অবশ্য কর্তব্য। এর মাধ্যমে ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তি অর্জিত হবে ইনশাআল্লাহ। আর প্রতিবেশীর জান-মালের ক্ষতি করলে পাপের পরিমাণ অত্যধিক বৃদ্ধি পায়। একদা রাসূলুল্লাহ স্বীয় ছাহাবীদের বললেন,

---

৯২. মুসনাদ আহমাদ; ছহীহ আত-তারগীব হা/২৫৭২।

৯৩. আহমাদ হা/৬৫৬৬; মুস্তাদরাকে হাকেম হা/১৬২০; তিরমিযী হা/১৯৪৪; মিশকাত হা/৪৯৮৭; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১০৩।

مَا تَقُوْلُوْنَ فِي الزِّنَا؟ قَالُوْا: حَرَّمَهُ اللهُ وَرَسُوْلُهُ، فَهُوَ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قَالَ: فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ: لَأَنْ يَزْنِيَ الرَّجُلُ بِعَشْرَةِ نِسْوَةٍ، أَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَزْنِيَ بِامْرَأَةِ جَارِهِ، قَالَ: فَقَالَ: مَا تَقُوْلُوْنَ فِي السَّرِقَةِ؟ قَالُوْا: حَرَّمَهَا اللهُ وَرَسُوْلُهُ فَهِيَ حَرَامٌ، قَالَ: لَأَنْ يَسْرِقَ الرَّجُلُ مِنْ عَشْرَةِ أَبْيَاتٍ، أَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَسْرِقَ مِنْ جَارِهِ-

‘ব্যভিচার সম্পর্কে তোমরা কি বল? তারা বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সেটা হারাম করেছেন। অতএব সেটা ক্বিয়ামত পর্যন্ত হারামই থাকবে। রাবী বলেন, তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, কোন ব্যক্তির দশজন নারীর সাথে যেনায় লিপ্ত হওয়া তার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে তার যেনা করার চেয়ে লঘুতর (পাপ)। অতঃপর তিনি তাদেরকে বললেন, তোমরা চুরি সম্পর্কে কি বল। তারা বলেন, হারাম, মহামহিম আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তা হারাম করেছেন। তিনি বলেন, কোন ব্যক্তির দশ পরিবারে চুরি করা তার প্রতিবেশীর ঘরে চুরি করার চেয়ে লঘুতর (অপরাধ)’।[৯৪]

৫. হায়াত বৃদ্ধি পায় : প্রতিবেশীর সাথে সদাচরণ করা মানুষের হায়াত বৃদ্ধির মাধ্যম বলে রাসূল (ছাঃ) উল্লেখ করেছেন। আয়েশা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, তাকে নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন,

إِنَّهُ مَنْ أُعْطِيَ حَظَّهُ مِنَ الرِّفْقِ فَقَدْ أُعْطِيَ حَظَّهُ مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَصِلَةُ الرَّحِمِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ وَحُسْنُ الْجِوَارِ يَعْمُرَانِ الدِّيَارَ وَيَزِيْدَانِ فِى الأَعْمَارِ.

‘যাকে নম্রতা দান করা হয়েছে, তাকে দুনিয়া ও আখিরাতের বহু কল্যাণ দেওয়া হয়েছে। আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা, উত্তম চরিত্র ও সৎ প্রতিবেশী দুনিয়ার অধিবাসীদের উন্নয়ন ঘটায় এবং বয়স বৃদ্ধি করে’।[৯৫]

৬. আল্লাহ ও রাসূলের ভালবাসা লাভ হয় : প্রতিবেশীর হক আদায়ের মাধ্যমে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ভালবাসা লাভ করা যায়। আবু কুরাদ আস-সুলামী (রাঃ) বলেন,

---

৯৪. মুসনাদে আহমাদ; আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৩০; ছহীহাহ হা/৬৫; ছহীহ আত-তারগীব হা/২৪০৪।

৯৫. মুসনাদ আহমাদ হা/২৫২৯৮; সিলিসিলা ছহীহাহ হা/৫১৯; ছহীহ আত-তারগীব হা/২৫২৪।

كُنَّا عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَا بِطَهُوْرٍ، فَغَمَسَ يَدَهُ فِيْهِ، ثُمَّ تَوَضَّأَ، فَتَتَبَّعْنَاهُ، فَحَسَوْنَاهُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا حَمَلَكُمْ عَلَى مَا صَنَعْتُمْ؟ قُلْنَا، حُبُّ اللهِ وَرَسُوْلِهِ قَالَ: فَإِنْ أَحْبَبْتُمْ أَنْ يُحِبَّكُمُ اللهُ وَرَسُوْلُهُ فَأَدُّوْا إِذَا ائْتُمِنْتُمْ، وَاصْدُقُوْا إِذَا حَدَّثْتُمْ، وَأَحْسِنُوْا جِوَارَ مَنْ جَاوَرَكُمْ-

‘আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে বসা ছিলাম। তিনি ওযূর পানি চাইলেন। অতঃপর তাতে তাঁর হাত ঢুকিয়ে ওযূ করলেন। আমরা তাঁর অনুসরণ করলাম এবং (ওযূর পানি) পান করলাম। তখন তিনি বললেন, তোমাদের এ কাজ করতে কিসে উদ্বুদ্ধ করল? আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ভালবাসা। তিনি বললেন, যদি তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর ভালবাসা পসন্দ কর, তাহ’লে তোমরা আমানত রাখা হ’লে পূর্ণ করবে, কথা বললে সত্য বলবে এবং প্রতিবেশীর সাথে সদাচরণ করবে’।[৯৬]

৭. প্রতিবেশীর সাক্ষ্যই ভাল-মন্দের মানদণ্ড : কোন মানুষ ভাল নাকি মন্দ এবং সে সৎকর্মশীল নাকি অসৎকর্মশীল তা জানা যায় প্রতিবেশীর মাধ্যমে। কুলছূম আল-খুযাঈ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ كَيْفَ لِيْ أَنْ أَعْلَمَ إِذَا أَحْسَنْتُ أَنِّيْ قَدْ أَحْسَنْتُ، وَإِذَا أَسَأْتُ أَنِّيْ قَدْ أَسَأْتُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَالَ جِيْرَانُكَ إِنَّكَ قَدْ أَحْسَنْتَ فَقَدْ أَحْسَنْتَ وَإِذَا قَالُوْا إِنَّكَ قَدْ أَسَأْتَ فَقَدْ أَسَأْتَ.

‘এক ব্যক্তি নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি ভালো কাজ করলে কিভাবে জানতে পারবো যে, আমি ভালো কাজ করেছি এবং মন্দ কাজ করলেই বা কিভাবে বুঝবো যে, আমি মন্দ কাজ করেছি? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, যখন তোমার প্রতিবেশী বলে যে, তুমি ভালো কাজ করেছ, তবে তুমি ভালো কাজই করেছ। আর যখন তারা বলে যে, তুমি মন্দ করেছ তবে তুমি মন্দ কাজই করেছ’।[৯৭]

---

৯৬. তাবারাণী, আল-মু‘জামুল আওসাত হা/৬৫১৭; ছহীহ আত-তারগীব হা/২৯২৮; ছহীহুল জামে‘ হা/১৪০৯।

৯৭. ইবনু মাজাহ হা/৪২২২; মিশকাত হা/৪৯৮৮; ছহীহাহ হা/১৩২৭।

৮. জান্নাত লাভের মাধ্যম : প্রতিবেশীর হক বা অধিকার যথাযথভাবে আদায় করার মাধ্যমে জান্নাত লাভ করা যাবে। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন,

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، دُلَّنِيْ عَلَى عَمَلٍ إِذَا أَنَا عَمِلْتُ بِهِ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ. قَالَ: كُنَّ مُحْسِنًا قَالَ: كَيْفَ أَعْلَمُ أَنِّيْ مُحْسِنٌ؟ قَالَ: سَلْ جِيْرَانَكَ، فَإِنْ قَالُوْا: إِنَّكَ مُحْسِنٌ فَأَنْتَ مُحْسِنٌ، وَإِنَّ قَالُوْا: إِنَّكَ مُسِيْءٌ فَأَنْتَ مُسِيْءٌ-

'এক লোক রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে এসে বলল, আমাকে এমন একটি কাজ বলে দিন, যা আমি করলে জান্নাতে যেতে পারব। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তুমি সৎকর্মশীল হও। সে বলল, আমি কিভাবে জানব যে, আমি সৎকর্মশীল? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তুমি তোমার প্রতিবেশীদেরকে জিজ্ঞেস কর। যদি তারা বলে যে, তুমি সৎকর্মশীল, তাহ'লে প্রকৃতই তুমি সৎকর্মশীল। আর যদি তারা বলে যে, তুমি অসৎকর্মশীল, তাহ'লে প্রকৃতই তুমি অসৎকর্মশীল'।[৯৮]

প্রতিবেশীর সাথে অসদাচরণের পরিণাম

প্রতিবেশীর সাথে অসদাচরণ করার পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ। এজন্য ইহকালে ও পরকালে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের ক্ষতি। তন্মধ্যে কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল।-

(ক) দুনিয়াবী ক্ষতি :

১. ঈমানের অপূর্ণতার লক্ষণ : প্রতিবেশীর সাথে অসৌজন্যমূলক আচরণ করা মুমিনের পরিচয় নয়। ঈমানদার ব্যক্তি মাত্রই প্রতিবেশীর সাথে উত্তম আচরণ করে এবং তার সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখে। নবী করীম (ছাঃ) প্রতিবেশীর সাথে খারাপ ব্যবহারকারী মুমিন নয় বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, وَاللهِ لَا يُؤْمِنُ وَاللهِ لَا يُؤْمِنُ وَاللهِ لَا يُؤْمِنُ قِيلَ وَمَنْ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ الَّذِيْ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَايِقَهُ- 'আল্লাহ্‌র কসম! সে ব্যক্তি মুমিন নয়। আল্লাহ্‌র কসম! সে ব্যক্তি মুমিন নয়। আল্লাহ্‌র কসম! সে ব্যক্তি মুমিন নয়।

৯৮. *মুস্তাদরাক হাকেম হা/১৩৯৯।*

জিজ্ঞেস করা হ'ল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! কে সে ব্যক্তি? তিনি বললেন, যে লোকের অনিষ্ট থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ থাকে না'।[৯৯]

২. নিরাপত্তাহীন হওয়া :

সমাজের মানুষেরা যেমন পরস্পরের প্রতিবেশী তেমনি তারা একে অপরের সহযোগীও বটে। তারা পরস্পরের বিপদে আপদে এগিয়ে আসে। কিন্তু তাদের সাথে যদি দুর্ব্যবহার করা হয় তাহ'লে তারা বিপদে এগিয়ে আসবে না। ফলে তারা নিরাপত্তাহীন হয়ে যাবে।

(ক) পরকালীন ক্ষতি :

১. প্রতিবেশী কর্তৃক আল্লাহ্‌র নিকটে অভিযোগ করা : প্রতিবেশীর সাথে দুর্ব্যবহার করা হ'লে কিয়ামতের দিন সে আল্লাহ্‌র নিকটে অভিযোগ করবে। এ মর্মে হাদীছে এসেছে, ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, এমন একটি কাল আমরা অতিবাহিত করেছি যখন কারো নিকট তার মুসলমান ভাইয়ের চেয়ে তার দীনার ও দিরহামের উপযুক্ত প্রাপক আর কেউ ছিল না। আর এখন এমন যুগ এসেছে যখন দীনার ও দিরহামই আমাদের কারো নিকট তার মুসলমান ভাইয়ের চেয়ে অধিক প্রিয়। আমি নবী করীম (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, كَمْ مِنْ جَارٍ مُتَعَلِّقٍ بِجَارِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُوْلُ يَا رَبِّ هَذَا أَغْلَقَ بَابَهُ دُوْنِيْ فَمَنَعَ مَعْرُوْفَهُ– 'অনেক প্রতিবেশী ক্বিয়ামতের দিন তার প্রতিবেশীকে অভিযুক্ত করবে এবং বলবে, এই ব্যক্তি আমার জন্য তার দ্বার রুদ্ধ করে রেখেছিল এবং আমাকে তার সদাচার থেকে বঞ্চিত করেছে'।[১০০]

২. জান্নাত থেকে মাহরূম বা বঞ্চিত হওয়া : প্রতিবেশীকে কষ্ট দেওয়া হ'লে পরকালে জান্নাত থেকে বঞ্চিত হ'তে হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ. 'যার প্রতিবেশী তার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ নয়, সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না'।[১০১] অন্যত্র তিনি বলেন, وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَبْدٌ لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ. 'যার হাতে আমার

---

৯৯. বুখারী হা/৬০১৬; মুসলিম হা/৪৬; মিশকাত হা/৪৯৬২।

১০০. আল-আদাবুল মুফরাদ হা/১১১; ছহীহাহ হা/২৬৪৬; ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/২৫৬৪।

১০১. বুখারী, মুসলিম হা/৪৬, 'প্রতিবেশীকে কষ্ট দেওয়া হারাম' অনুচ্ছেদ; মিশকাত হা/৪৯৬৩।

প্রাণ, তাঁর কসম! ঐ বান্দা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না যার প্রতিবেশী তার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ নয়'।[১০২]

প্রতিবেশীর সাথে অসদাচরণকারী জাহান্নামে প্রবেশ করবে বলে নবী করীম (ছাঃ) ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলা হ'ল ইয়া রাসূলাল্লাহ!

إِنَّ فُلاَنَةً تَقُوْمُ اللَّيْلَ، وَتَصُوْمُ النَّهَارَ، وَتَفْعَلُ، وَتَصَدَّقُ، وَتُؤْذِيْ جِيْرَانَهَا بِلِسَانِهَا؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لاَ خَيْرَ فِيْهَا، هِيَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، قَالُوْا : وَفُلاَنَةٌ تُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ، وَتَصَّدَّقُ بِأَثْوَارٍ، وَلاَ تُؤْذِيْ أَحَدًا؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: هِيَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ-

'অমুক নারী রাতে ছালাত আদায় করে, দিনে ছিয়াম পালন করে, ভালো কাজ করে, দান-খয়রাত করে এবং নিজ প্রতিবেশীদেরকে জিহ্বা বা যবানের দ্বারা কষ্ট দেয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তার মধ্যে কোন কল্যাণ নেই, সে জাহান্নামী। পুনরায় ছাহাবীগণ বললেন, অমুক নারী ফরয ছালাত আদায় করে, বস্ত্র দান করে এবং কাউকে কষ্ট দেয় না। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, সে জান্নাতী'।[১০৩]

প্রতিবেশীর অসদাচরণের প্রতিকার

মন্দের প্রতিকার মন্দ দিয়ে করা ইসলামের আদর্শ ও বিধান নয়। বরং সুন্দর ও উত্তম পন্থায় মন্দের প্রতিকার করাই ইসলামের নির্দেশ *(মুমিনূন ২৩/৯৬; ফুচ্ছিলাত ৪১/৩৪)*। তেমনি কোন ব্যক্তি তার প্রতিবেশীকে কষ্ট দিলে তার প্রতিকার উত্তমরূপে ও সুকৌশলে করা উচিত। এ মর্মে হাদীছে এসেছে, আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)!

إِنَّ لِيْ جَاراً يُؤْذِيْنِيْ، فَقَالَ: اِنْطَلِقْ. فَأَخْرِجْ مَتَاعَكَ إِلَى الطَّرِيْقِ. فَانْطَلَقَ فَأَخْرَجَ مَتَاعَهُ، فَاجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ، فَقَالُوْا: مَا شَأْنُكَ؟ قَالَ : لِيْ جَارٌ يُؤْذِيْنِيْ، فَذَكَرْتُ لِلنَّبِيْ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: اِنْطَلِقْ. فَأَخْرُجْ مَتَاعَكَ

---

১০২. *ছহীহ ইবনে হিব্বান হা/৫১০; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৫৪৯; ছহীহ আত-তারগীব হা/২৫৫৫; আত-তা'লীকিতুল হাসান হা/৫১০।*

১০৩. *আহমাদ হা/৯৬৭৩; আল-আদাবুল মুফরাদ হা/১১৯, সনদ ছহীহ।*

إِلَى الطَّرِيْقِ فَجَعَلُوْا يَقُوْلُوْنَ : اَللَّهُمَّ الْعِنْهُ، اَللَّهُمَّ أَخْزِهِ، فَبَلَغَهُ، فَأَتَاهُ فَقَالَ: اِرْجِعْ إِلَى مَنْزِلِكَ، فَوَاللهِ! لاَ أُوْذِيْكَ.

‘আমার এক প্রতিবেশী আমাকে কষ্ট দেয়। তিনি বললেন, যাও, তোমার গৃহ-সামগ্রী রাস্তায় বের করে রাখ। সে ব্যক্তি তখন ঘরে গিয়ে তার গৃহসামগ্রী রাস্তায় বের করে রাখল। এতে তার পাশে লোকজন জড়ো হয়ে গেল। তারা জিজ্ঞেস করল, তোমার কি হয়েছে? সে বলল, আমার প্রতিবেশী আমাকে কষ্ট দেয়। আমি তা নবী করীম (ছাঃ)-কে বললে তিনি বললেন, যাও, ঘরে গিয়ে তোমার গৃহসামগ্রী রাস্তায় বের করে রাখ। তখন তারা সেই প্রতিবেশীটিকে ধিক্কার দিতে দিতে বলতে লাগল, হে আল্লাহ! এ ব্যক্তির উপর তোমার অভিসম্পাত হোক। হে আল্লাহ! তাকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত কর। এ কথা ঐ প্রতিবেশীর কানে গেল এবং সে সেখানে উপস্থিত হ’ল। সে তখন বলল, তুমি তোমার ঘরে ফিরে যাও। আল্লাহ্র কসম! আর কখনো আমি তোমাকে কষ্ট দেব না’।[১০৪]

অন্য হাদীছে এসেছে, আবু জুহায়ফা (রাঃ) বলেন,

شَكَا رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم جَارَهُ، فَقَالَ: اِحْمِلْ مَتَاعَكَ، فَضَعْهُ عَلَى الطَّرِيْقِ، فَمَنْ مَرَّ بِهِ يَلْعَنْهُ. فَجَعَلَ كُلُّ مَنْ مَرَّ بِهِ يَلْعَنُهُ، فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: مَا لَقِيْتَ مِنَ النَّاسِ؟ فَقَالَ: إِنَّ لَعْنَةَ اللهِ فَوْقَ لَعْنَتِهِمْ. ثُمَّ قَالَ لِلَّذِيْ شَكَا : كَفَيْتَ أَوْ نَحْوَهُ.

‘একদা এক ব্যক্তি এসে তার প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে নবী করীম (ছাঃ)-এর দরবারে অভিযোগ করল। তিনি তাকে বললেন, যাও তোমার দ্রব্য-সামগ্রী উঠিয়ে রাস্তায় রেখে দাও। তখন যে রাস্তা অতিক্রম করবে, সে তাকে অভিসম্পাত দিবে। (সে ব্যক্তি তা-ই করল)। ফলে রাস্তা অতিক্রমকারী প্রত্যেকেই সেই প্রতিবেশীকে অভিসম্পাত দিতে লাগল। তখন সে ব্যক্তি দৌড়ে গিয়ে নবী করীম (ছাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হ’ল। তখন তিনি বললেন, লোকদের নিকট থেকে তুমি কি পেলে? এরপর তিনি বললেন, লোকজনের অভিসম্পাতের পরও রয়েছে আল্লাহ্র অভিসম্পাত। অতঃপর অভিযোগকারীকে বললেন, তোমার জন্য যথেষ্ট হয়ে গেছে। অথবা তিনি অনুরূপ বললেন’।[১০৫]

---

১০৪. আল-আদাবুল মুফরাদ হা/১২৪, সনদ হাসান-ছহীহ।
১০৫. আল-আদাবুল মুফরাদ হা/১২৫, সনদ হাসান-ছহীহ।

প্রতিবেশীদের সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধির উপায়

প্রতিবেশীদের সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধির জন্য নানা উপায় রয়েছে। দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন কর্মকাণ্ড ও আচার-আচরণের মাধ্যমে প্রতিবেশীদের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোলা যায়। তাদের সাথে বন্ধুত্ব ও হৃদ্যতাপূর্ণ আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে তোলা এবং তা মযবূত ও দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য প্রত্যেককে সচেষ্ট হওয়া যরূরী। এজন্য পরস্পরের মধ্যে সালাম বিনিময়, হাদিয়া বা উপহার-উপঢৌকন আদান-প্রদান করা, একে অপরের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করা এবং হাসিমুখে কথা বলা, বিপদাপদে সহযোগিতা করা, অসুস্থ হ'লে দেখতে যাওয়া ও সেবা-শুশ্রূষা করা, তাদের মাঝে কোন সমস্যা হ'লে তা মীমাংসা করে দেওয়া, বাড়ীতে আসলে তাকে যথোপযুক্ত সম্মান করা, পরামর্শ চাইলে সুপরামর্শ দেওয়া, দোষ-ক্রুটি সংশোধন করে দেওয়া এবং উপকার করলে তার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা। এছাড়া নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস আদান-প্রদান করা। কারণ জিনিস ছোট-খাট বা সামান্য হ'লেও অনেক সময় তা অতি প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। এসব দিয়ে তাদেরকে সাহায্য করা হ'লে তাদের সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি হবে। বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানে তাদেরকে দাওয়াত দেওয়া এবং সম্ভব হ'লে প্রতিবেশীদের নিয়ে বছরে ১/২ বার কোন প্রীতি সমাবেশ বা আপ্যায়ন অনুষ্ঠান করা যেতে পারে। যেখানে একে অপরের সাথে মতবিনিময় ও কুশল বিনিময়ের সুযোগ হবে। এতে প্রতিবেশীদের মধ্যে সম্পর্ক সুদৃঢ় হবে এবং কোন কারণে দূরত্ব তৈরী হ'লে তা দূরীভূত করা সম্ভব হবে।

প্রতিবেশীদের সাথে সম্পর্ক নষ্ট হওয়ার কারণ

শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু। তার অন্যতম প্রধান কাজ হচ্ছে মানুষের মাঝে দ্বন্দ্ব-ফাসাদ লাগিয়ে দেওয়া; তাদের মাঝের পারস্পরিক সম্পর্কে ফাটল সৃষ্টি করা। আর সমাজের মানুষের মধ্যে তথা প্রতিবেশীদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ লাগানোর ক্ষেত্রে শয়তানের ভূমিকা সর্বাধিক। তাই সবাইকে তার কবল থেকে সাবধান থাকার চেষ্টা করতে হবে। সেই সাথে প্রতিবেশীদের মধ্যে যাতে সম্পর্ক নষ্ট না হয় তার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। যেসব কারণে প্রতিবেশীদের মাঝে সম্পর্ক বিনষ্ট হয় তার থেকে দূরে থাকার সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে। যেমন গীবত বা পরনিন্দা করা, চোগলখুরী করা, তোহমত বা মিথ্যা অপবাদ আরোপ করা, কুৎসা রটনা, অশালীন কথা-বার্তা ও অভদ্র আচরণ করা, মিথ্যাচার ও অসততা, কু-ধারণা

পোষণ করা, যুলুম-নির্যাতন করা, অপমান ও লাঞ্ছিত করা, প্রতারণা করা, জান-মালের ক্ষয়-ক্ষতি করা এবং হিংসা ও অহংকার করা ইত্যাদি কারণে প্রতিবেশীদের সাথে সম্পর্ক বিনষ্ট হয়।

কবীরা গোনাহগার প্রতিবেশীর সাথে আচরণ

প্রতিবেশী যদি কবীরা গোনাহগার হয়, তাহ'লে প্রথমতঃ তার ঐ গোনাহের বিষয়টি গোপন রাখতে হবে। আর যদি তার কবীরা গোনাহের বিষয়টি গোপন থাকে এবং সেটা মানুষের সামনে প্রকাশিত না হয় তাহ'লে সে বিষয়টি এড়িয়ে চলার চেষ্টা করবে। আর তাকে গোপনে ও একাকী নছীহত বা উপদেশ দেওয়া সম্ভব হ'লে সুন্দরভাবে উত্তম উপদেশ দিতে হবে যাতে সে ঐ গোনাহের কাজ থেকে ফিরে আসে।

পক্ষান্তরে যদি তার গোনাহের বিষয়টি প্রকাশ্য হয়, যেমন সূদ-ঘুষ আদান-প্রদান করা, নেশাদার দ্রব্য সেবন করা ইত্যাদি। তাহ'লে তার থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করবে এবং তাকে এড়িয়ে চলবে।

অনুরূপভাবে যদি সে ছালাত পরিত্যাগকারী হয় বা অধিকাংশ সময় ছালাত আদায় করে না এমন হয় তাহ'লে তাকে বার বার ছালাত আদায়ের জন্য নির্দেশ দিতে হবে এবং যাতে পরবর্তীতে ছালাত ত্যাগ না করে এজন্য তাকীদ করতে হবে। ছালাতের গুরুত্ব ও ফযীলত অবহিত করা এবং ত্যাগ করার গোনাহ অবগত করার মাধ্যমে তাকে ছালাতে অভ্যস্ত করার চেষ্টা করতে হবে। এরপরও যদি সে নিয়মিত ছালাতে অভ্যস্ত না হয় তাহ'লে তার থেকে দূরে থাকতে হবে। স্বাভাবিক কথা-বার্তা ও সালাম প্রদান ব্যতীত অন্য কোন সম্পর্ক তার সাথে রাখবে না।[১০৬]

আর তার নিকট থেকে আল্লাহ ও রাসূলের অবাধ্যতা এবং ভালকাজ হ'তে দূরে অবস্থান করার মানসিকতা প্রকাশ পেলে তার থেকে দূরে থাকতে হবে। সম্ভব হ'লে তার নিকট থেকে অন্য স্থানে চলে যেতে হবে। কেননা রাসূল (ছাঃ) খারাপ প্রতিবেশী থেকে আল্লাহ্র নিকটে আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন।[১০৭]

---

১০৬. হাফেয আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ আয-যাহাবী, হুকূকুল জার, পৃঃ ৩৯-৪০; আলী হাসান আলী আব্দুল হামীদ, হুকূকুল জার ফী ছহীহিস সুন্নাহ ওয়াল আছার, (জর্ডান : আল-মাকতাবাতুল ইসলামিয়াহ, ৩য় প্রকাশ, ১৪১৫ হিঃ/১৯৯৪ খ্রিঃ), পৃঃ ৪৩-৪৪।

১০৭. আল-আদাবুল মুফরাদ হা/১১৭; নাসাঈ হা/৫৫১৭; ছহীহাহ হা/১৪৪৩, ৩১৩৭, ৩৯৪৩।

দায়ূছ প্রতিবেশীর সাথে আচরণ

যদি প্রতিবেশী দায়ূছ হয়। অর্থাৎ যার বাড়ীতে ইসলামী পর্দা যথাযথ না থাকে এবং বাড়ীতে অশ্লীলতার সুযোগ থাকে।[১০৮] তাহ'লে তার থেকে দূরে থাকতে হবে। তার সাথে পারিবারিক সম্পর্ক না রাখার চেষ্টা করতে হবে। তার স্ত্রী-কন্যার সাথে নিজের স্ত্রী-কন্যা ও বোনদের সম্পর্ক এবং যাতায়াত থেকে বিরত রাখতে হবে। নিজেও ঐসব বাড়ীতে প্রবেশ করা থেকে সাধ্যপক্ষে বিরত থাকবে। কারণ এতে নানা ধরনের সমস্যা সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। একদিকে তাদের দেখে নিজের পরিবারে স্ত্রী-কন্যা ও বোনেরা বেপর্দা হ'তে পারে। অপরদিকে ঐ পরিবারের মহিলাদের দর্শনে নিজের মধ্যে কোন পাপবোধ জাগ্রত হ'তে পারে। কারণ রাসূল (ছাঃ) বলেন, لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ 'একজন মহিলার সাথে একজন পুরুষ একাকী থাকলে তাদের মধ্যে শয়তান তৃতীয় ব্যক্তি হিসাবে যোগ দেয়'।[১০৯] যে তাদেরকে অবৈধ কর্মে লিপ্ত হ'তে প্ররোচিত করে। তাই দায়ূছ প্রতিবেশীর সংশ্রব থেকে সাবধান থাকা যরূরী।

খারেজী, রাফেযী ও মু'তাযিলা প্রতিবেশীর সাথে আচরণ

যদি প্রতিবেশী খারেজী, রাফেযী, মু'তাযিলা বা অনুরূপ ভ্রান্ত আক্বীদার লোক হয় কিংবা মুশরিক ও বিদ'আতী হয়, তাহ'লে তাকে সাধ্যমত সঠিক আক্বীদা শিক্ষা দেওয়া ও হেদায়াতের চেষ্টা করতে হবে। সেটা সম্ভব না হ'লে তার সাথে কোন সম্পর্ক রাখা থেকে দূরে থাকতে হবে। তার সংশ্রব ও সাহচর্য পরিহার করতে হবে, যাতে তার ঐ ভ্রান্ত আক্বীদায় নিজে বিভ্রান্ত হয়ে না পড়ে। সম্ভব হ'লে ঐ এলাকা পরিত্যাগ করে অন্যত্র গমন করা ভাল।[১১০]

বিধর্মী প্রতিবেশীর সাথে আচরণ

যদি প্রতিবেশী ইহুদী-খৃষ্টান, হিন্দু বা অন্য ধর্মের লোক হয়, তাহ'লে তার সাথে স্বাভাবিক প্রতিবেশী সুলভ সামাজিক সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে। তাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া বা সহযোগিতা করা এবং ধর্মীয়

---

১০৮. আহমাদ হা/৬১১৩; মিশকাত হা/৩৬৫৫; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৬৭৪; ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/২৩৬৬।

১০৯. তিরমিযী হা/১১৭১, ২১৬৫; মিশকাত হা/৩১১৮; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৪৩০; ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/১৯০৮।

১১০. হাফেয আবু আব্দুল্লাহ আয-যাহাবী, হুকূকুল জার, পৃঃ ৪০; আলী হাসান আলী আব্দুল হামীদ, হুকূকুল জার ফী ছহীহিস সুন্নাহ ওয়াল আছার, পৃঃ ৪৫।

অনুষ্ঠান উপলক্ষে প্রদত্ত দাওয়াত ও উপহার-উপঢৌকন গ্রহণ করা যাবে না। আর তাদের সাথে আদর্শিক তথা ধর্মীয় কোন সম্পর্ক ও বন্ধুত্ব রাখা যাবে না। আল্লাহ বলেন,

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّوْنَ مَنْ حَادَّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيْرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الْإِيْمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوْحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ-

‘আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাসী এমন কোন সম্প্রদায়কে তুমি পাবে না, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণকারীদের সাথে বন্ধুত্ব করে। যদিও তারা তাদের বাপ-দাদা, সন্তান-সন্ততি, ভাই-বেরাদর বা আত্মীয়-স্বজন হৌক। আল্লাহ তাদের হৃদয়ে ঈমানকে লিপিবদ্ধ করেছেন এবং তার পক্ষ থেকে জিব্রীলকে দিয়ে তাদের শক্তি বৃদ্ধি করেছেন। আর তিনি তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার তলদেশ দিয়ে নদীসমূহ প্রবাহিত। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। এরা হ’ল আল্লাহ্র দল। জেনে রেখ, নিশ্চয়ই আল্লাহ্র দলই সফলকাম’ *(মুজাদালাহ ৫৮/২২)*।

তবে ঐসব প্রতিবেশী যদি আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ হয় কিংবা রক্তের সম্পর্কের কেউ হয়, তাহ’লে সেটা ভিন্ন বিষয়। কারণ তার সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে। যেমন কারো পিতা-মাতা বা তাদের কোন একজন বিধর্মী হ’লে তাদের সাথে ভাল ব্যবহার করতে হবে এবং তাদের হক সাধ্যমত আদায় করতে হবে।

বিধর্মী ইহুদী-খৃষ্টান ও কাফের-মুশরিক প্রতিবেশীর সাথে প্রতিবেশী হিসাবে সম্পর্ক রাখা যাবে। তবে তাদের সাথে আদর্শিক ও ধর্মীয় সম্পর্ক রাখা যাবে না। এমনকি তাদেরকে আগে সালাম দেওয়া যাবে না। তারা সালাম দিলে উত্তরে কেবল ‘ওয়া আলাইকুম’ বলতে হবে। আর তাদের সাথে বন্ধুত্ব করা যাবে না। মহান আল্লাহ বলেন, لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكَافِرِيْنَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِيْ شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا

مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللهِ الْمَصِيْرُ 'মুমিনগণ যেন মুমিনদের ছেড়ে কাফিরদের বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। যারা এরূপ করবে, আল্লাহ্‌র সাথে তাদের কোন সম্পর্ক থাকবে না। তবে তোমরা যদি তাদের থেকে কোন অনিষ্টের আশংকা কর। আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর (প্রতিশোধ গ্রহণ) সম্পর্কে সতর্ক করে দিচ্ছেন। আর আল্লাহ্‌র কাছেই সবাইকে ফিরে যেতে হবে' *(আলে ইমরান ৩/২৮)*। তিনি আরো বলেন, فَسَوْفَ يَأْتِي اللهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِيْنَ– 'অচিরেই আল্লাহ এমন একটি সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন, যাদেরকে আল্লাহ ভালবাসবেন এবং তারা আল্লাহকে ভালবাসবে। যারা মুসলমানদের প্রতি বিনয়ী হবে এবং কাফিরদের প্রতি কঠোর হবে' *(মায়েদাহ ৫/৫৪)*।

সুতরাং মুমিন অপর মুমিনের প্রতি বিনম্র হবে, তাদেরকে সম্মান করবে এবং কাফেরদের প্রতি হবে কঠোর। তেমনি তাদের প্রতি এমন সম্মান প্রদর্শন করবে না যাতে ইসলামের অবমাননা হয়। আর তাদের সাথে মুমিনদের সাথে যেরূপ সম্পর্ক রাখা হয় তদ্রূপ সম্পর্ক রাখা যাবে না।

প্রতিবেশীকে হত্যা করা ক্বিয়ামতের আলামত

প্রতিবেশীর সাথে উত্তম ব্যবহার করা, তাদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা, তাদের বিপদে সহযোগী হওয়া, তাদেরকে উপহার-উপঢৌকন দেওয়া এবং তাদেরকে কষ্ট না দেওয়া ইসলামের নির্দেশ। অথচ বর্তমানে তুচ্ছ কারণে ও দুনিয়াবী স্বার্থ হাছিলের জন্য মানুষ প্রতিবেশীকে নির্যাতন-নিপীড়ন করছে, এমনকি হত্যা পর্যন্ত করছে। এসব ক্বিয়ামতের পূর্ব লক্ষণ। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বহু পূর্বে ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন। তিনি বলেন, لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقْتَلَ الرَّجُلُ جَارَهُ وَأَخَاهُ وَأَبَـــاهُ– 'ক্বিয়ামত হবে না যতক্ষণ না কোন ব্যক্তি তার প্রতিবেশী, তার ভাই এবং পিতাকে হত্যা করবে'।[১১১]

উপসংহার

প্রতিবেশীর হক অত্যধিক। যা পালনের মাধ্যমে জান্নাত লাভের আশা করা যায়। তাই তাদের সাথে সদাচরণ করা প্রত্যেক মুমিনের অবশ্য কর্তব্য। আর এসব অবশ্যই ইখলাছের সাথে আদায় করতে হবে। তাহ'লে অশেষ

১১১. *আল-আদাবুল মুফরাদ হা/১১৮; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩১৮৫।*

ছওয়াব পাওয়া যাবে। অন্যথা তা বরবাদ হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, ثَلَاثٌ لَا يُغِلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ: إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ، وَالنُّصْحُ لِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، وَلُزُومُ جَمَاعَتِهِمْ 'তিনটি বিষয়ে মুমিনের অন্তর খেয়ানত করে না। আমল সমূহ আল্লাহ্র জন্য একনিষ্ঠভাবে সম্পন্ন করা, মুসলিম নেতাদের কল্যাণ কামনা করা এবং মুসলিম জামা'আতের সাথে ঐক্যবদ্ধ থাকা'।[১১২]

পক্ষান্তরে প্রতিবেশীদের কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকা রাসূলের নির্দেশ। যা পালন করা প্রকৃত মুমিনের পরিচায়ক। খাদ্য-পানীয়, উপহার-উপঢৌকন আদান-প্রদান ও উত্তম আচরণের মাধ্যমে প্রতিবেশীদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা যরূরী। পক্ষান্তরে প্রতিবেশীর হক আদায় না করলে এবং তাদের সাথে ভাল ব্যবহার না করলে জান্নাত পাওয়া দুষ্কর হবে।

তাছাড়া সমাজকে সুন্দর করার জন্য প্রতিবেশীর সাথে সম্প্রীতি-সদ্ভাব বজায় রাখা এবং তার সাথে সদাচরণ করা অবশ্য কর্তব্য। এতে সমাজে সুখ-শান্তি, নিরাপত্তা, স্থিতিশীলতা বিরাজ করে। প্রতিবেশীর হক আদায় করলে পার্থিব জীবনে উপকারের পাশাপাশি পরকালীন জীবনেও অশেষ ছওয়াব অর্জিত হবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সবাইকে প্রতিবেশীর হক যথাযথভাবে আদায় করার তাওফীক্ব দিন-আমীন!

ഩ്ദ്ഩ്ദ്ഩ്ദ്

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَصَلَّي اللهُ تَعَالَي عَلَي نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَي يَوْمِ الدِّيْنِ- سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَآ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ- رَبَّنَا اغْفِرْلِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ-

॥ সমাপ্ত ॥

১১২. *মুসনাদে আহমাদ, ইবনু মাজাহ হা/২৩০; ছহীহ আত-তারগীব হা/৯২, ৩২৯৪; ছহীহুল জামে' হা/৬৭৬৬; মিশকাত হা/২২৮, সনদ ছহীহ।*